ফরাসী বিপ্লবে রুশো

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ

মূল্য ১৲ এক টাকা।

Printed by
SACHINDRA NATH MITRA.
at the
Vidyodaya Press
16/1 A, Beodon Street
CALCUTTA.

Published by
Fine Art Printery
14 College Square North
CALCUTTA.

এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ
ছাত্র ও যুব আন্দোলনের প্রসারকল্পে
ব্যয়িত হইবে।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ

কলাগাছী, বৈশাখ ১৩৩৭।

উৎসর্গ



স্বর্গীয়া জননীর শ্রীশ্রীচরণে

অতুল।

শা/১৩৭৭

উৎসর্গ

মানুষ কেঁদে বলে ওগো আমার বড় সাধের ঘর ভেঙ্গে গেল কিন্তু আমি চিরদিন ঘর ভেঙ্গে যেতে দেখলে বড় আনন্দ পাই। তোমরা আমাকে হয়ত দুষ্ট ও খল মনে করবে কিন্তু আমি ভগবানের নাম নিয়ে বলতে পারি যে ঘর ভাঙ্গা দেখতে যে আনন্দ সে আনন্দের মাঝে আমার দুষ্টামি কিছুই নেই। এ যে আজকার কথা তা নয়, যখন আমি ছোট্ট শিশুটী ছিলাম, যখন মায়ের কোলের কাছে শুয়ে রূপকথা শুনতাম, সেই সময় হতেই আমার এমনিতর স্বভাব।

আজ সেই সুদূর অতীতের দিকে চাইলে একটা কথা খুবই মনে পড়ে। মা আমাকে একটা রূপকথা বলতেন। সবটা ঠিক আমার মনে নেই, তবে যেটুকু আমার মনে খুব আনন্দ দিত, যেটুকু আমার প্রাণ নাচিয়ে তুলত, সেইটুকু এখনও আমার মনে আছে। সন্ধ্যার পর মা সরস্বতীর খড়্গাহস্ত হতে যেমন নিষ্কৃতি পেতাম, অমনি সুরু করে দিতাম,—"মা, 'ঘর পুড়ুক ছাই খাই' সেই রূপকথাটী বল ত"। মা তার এই ক্ষ্যাপা ছেলেটীকে ঘুম পাড়াবার জন্য আরম্ভ করতেন :—

"এক সওদাগরের একটা পাখী ছিল, পাখীটা দিনরাত বলত, "ঘর পুড়ুক ছাই খাই"। সওদাগর কেন জানি না, পাখীটাকে খুব লক্ষ্মীমন্ত মনে করত, তাই তার সেই অলক্ষুণে পাখী যখনই বলত, "ঘর পুড়ুক ছাই খাই" অমনি সওদাগর ভারি খুসী হয়ে তাকে ভাল ভাল খাবার দিত। ক্রমে সত্য সত্যই সওদাগরের ঘরগুলি এক একখানি করে পুড়তে লাগল। এইনা পাখীটা হলো সওদাগরের বউএর দুই চোখের বিষ। সওদাগরের বউ পাখীটাকে বাড়ী থেকে দূর করে দেবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে আরম্ভ করল, কিন্তু সওদাগর কিছুতেই রাজী হয় না। সওদাগর বলে "ও পাখী আমার ঘরের লক্ষ্মী ওর হতে আমার মঙ্গল হবে।" সওদাগরের বউ যখন কিছুতেই পাখীটাকে দূর করতে পারল না, তখন মনে মনে গুমরাতে লাগল। তার পর সওদাগর যেমন বাইরে যায়, সওদাগরের বউ তখন পাখীটাকে খুব মারপিট করে। "আর অমন অলুক্ষণে ডাক ডাকবি—এই বলে পাখীটার ডানা মুচড়ে দেয়। পাখীটা তখন প্রাণের দায়ে বলে. "নাগো, আর বলব না"। .আবার সওদাগর যেমন বাড়ী আসে অমনি বলে "ঘর পুড়ুক ছাই খাই"। এমনি ভাবে দিন যায় আর একখানি করে ঘর পুড়ে পুড়ে, সওদাগর শেষে

পথে এসে দাড়াল। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, কপর্দ্দক শূন্য হয়ে বড় আদরের পাখীটাকে হাতে নিয়ে, সওদাগর এক নদীর তীরে এসে বলল, "মা লক্ষ্মী, আমার সবইত পুড়ে গেল, এখন তোকে কি খাওয়াব মা"? তখন পাখীটী সওদাগরের মুখের দিকে চেয়ে ডাকল,

"ঘর পুড়ুক সোনা হোক
ঘর পুড়ুক সোনা হোক।"

পাখী ডাকতে ডাকতে ঘরের দিকে ছুটে চলল, সওদাগরও তার সঙ্গে চলল। বাড়ীতে এসে সওদাগর দেখল যে সব ছাইগুলো সোনা হয়ে গেছে তখন সে বউকে ডেকে বলল, 'ওরে পোড়ার মুখী চেয়ে দেখ কত সোনা, আজ আমরা রাজার চেয়েও ধনী! এতদিনে আমার প্রাণের পাখী গান ধরেছে,

"ঘর পুড়ুক সোনা হোক।"

আজ মনে পড়ে ছেলে বেলায় একদিন মায়ের মুখে রূপকথার মাঝে শুনছিলাম, "ঘর পুড়ুক ছাই খাই"। ছেলেবেলায় শুনে আনন্দ পেতাম, তাই সেই গানটী এখনও ভুলতে পারি নি, যেখানে যাই সেখানে গাই, 'ঘর পুড়ুক ছাই খাই'। কত ঘরে, কত প্রাণে আগুন জ্বালিয়েছি, তার খোজ কি? যে আগুন জ্বালিয়েছি তার ফুল্কি যে ধীরে ধীরে কোনে কোনে জ্বলতে

আরম্ভ করেছে। সওদাগরের বউএর মত, কত জন আমাকে গালাগালি দিয়েছে, কতজন ধরে মেরেছে, তবুও সেই একই গান গেয়ে চলেছি, 'ঘর পুড়ুক ছাই খাই, ঘর পুড়ুক ছাই খাই'।

ওরে আগুন দেখে তোরা ভয় পাস কেন, আগুনের রং ত কালো নয়, অমন কাচা সোনার কান্তি ত কোথাও পাবি নে, তবে তোরা দেখে পালাস কেন? আগুন যখন জ্বলতে থাকে, তখন ত বোধ হয়, কে যেন প্রাণের আনন্দে হাসছে; হাসি দেখে তোরা ভয় পাস কেন? আয় তোরা কে আসবি আজ এই হাসির লহরে সাতার দিতে হবে। এমন আনন্দের দিনে ঘরের কোনে বসে থাকতে কি ভাল লাগে? যেখানে বাঁধন সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দে, যেখানে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দে, তার পর আগুনের মত লিক লিক করতে করতে হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে আয়। ঘর ভেঙ্গে যাক, কপাট পুড়ে যাক, হাওয়া এসে আগুনকে নাচিয়ে তুলুক, আর সেই তাণ্ডব নৃত্যে তোরা সব যোগ দিয়ে "মা ভৈঃ বলে ছুটে বেরিয়ে আয়। সবাই মিলে একবার গান ধরে দে, "ঘর পুড়ুক ছাই খাই, ঘর পুড়ুক ছাই খাই""।

ঐযে আগুন জ্বলে উঠল, আকাশ লালে লাল হয়ে

গেল। ওদিকে হঠাৎ কেমন আকাশও বুঝি ভেঙ্গে পড়ল। ঘর ভেঙ্গেছিস এবার আকাশ ভাঙ্গতে হবে। ঐযে আকাশে মেঘ গুড়ুম গুড়ুম করে গান ধরে দিল, বিজলী চিকমিক করে নেচে গেল। বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ করে কানে কানে প্রাণে প্রাণে মরমের কথা কয়ে গেল। শিলারাশি মাথার উপর ঠক্ ঠক্ করে পড়ে আশীর্ব্বাদ করে গেল। এমন দিনে সব আনন্দ হতে, সব আশীর্ব্বাদ হতে বঞ্চিত হয়ে তোরা কি দূরে থাকতে চাস?

ওরে পাগলা, ওরে ভোলা, ঐ ছ্যাখ ময়ূরের দিকে চেয়ে, মেঘের ডাক শুনে ময়ূর ময়ূরী কেমন পাখা মেলে নেচে উঠেচে, চেয়ে ছ্যাখ ঐ পাখার কেমন

তোরাও আয়, দুই হাতে এগিয়ে দিয়ে, বুকভরা আনন্দ নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আয়। বাংলার ছেলে, বাংলার মেয়ে, সাধের ময়ূর ময়ূরী আয় তোরা, ছুটে চলে আয়, আজ এই ঘনায়মান আকাশে, আনন্দের গান গাইতে গাইতে, তাণ্ডব নৃত্য নাচতে নাচতে ছুটে বেরিয়ে আয়। তার পর দেখবি তারই থেকে একদিন শান্তির ধারা ছুটে এসে সারা ভারত, সারা জগৎকে ভাসিয়ে দেবে। তার পর সত্যই একদিন আসবে যখন গাইব,

"ঘর পুড়ুক সোনা হোক:
ঘর পুড়ুক সোনা হোক।"

এ গান ধ্বংসের গান নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেহে মনে প্রাণে সমাজের প্রতি স্তরে যে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা জমাট হয়ে রয়েছে তাকে ধ্বংস করে, সেই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যে সৃষ্টি, এ হচ্ছে, সেই সৃষ্টির গান।

কৈশোরের অনাবিল আনন্দের মধ্যে যাঁর কাছে এ গান শুনেছিলাম আজ তিনি পরলোকে, আর নিঃস্ব সন্তান সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে শ্রান্তি, ক্লান্তি ও রিক্ততার মধ্যে—ছেলেবেলার সেই সঙ্গীত ধ্বনি লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে অজানার সন্ধানে। হে জননী, জীবনের পথে তোমার কাছে অনেক কিছুর সন্ধান পেয়েছিলাম, এ মর জগতের—কথা ও ব্যথা যদি পর পারে পৌছায় তবে এই প্রার্থনা জানাই যেন তোমার আশীর্ব্বাদ আমার মনুষ্যত্বকে রক্ষা করে, যেন তোমারই হস্ত আমাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। ছেলে বেলায় তুমি এক পাগলা সওদাগরের কাহিনী শুনিয়েছিলে, রূপকথার রহস্য পুরীতে সন্তানের মন প্রাণ নিয়ে যেয়ে তার মধ্যে প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছিলে, বাংলার ছেলেমেয়েদের রূপকথার হেয়ালির মধ্য দিয়ে সত্যিকার সন্ধান দিতে ব্যস্ত ছিলে, তাই তোমার নাম স্মরণ করে তোমারই চরণে ফরাসী দেশের পাগলা ছেলে রুশোর কাহিনী উৎসর্গ করিলাম।

ফরাসী বিপ্লবে "রুশো"



প্রথম অধ্যায়

ফরাসী বীর রুশোর কথা বলিতে গেলে হৃদয়ের ব্যথা ভাষাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া সমাজ ও সভ্যতার বাহিরে যাইয়া কল্পনার এক নূতন রাজ্যে নূতন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পায়। হায়রে সমাজ, হায়রে সভ্যতা, তোরা কেমন করিয়া স্বাধীন উন্মুক্ত প্রাণটীকে তোদের পেষণে তিলে তিলে পঙ্গু করিয়া দিস্, তোদের বিষ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে শত শত মহাপ্রাণকে জর্জ্জরিত করিয়া দেয়, তোদের অসাধ্য কিছুই নাই, তোরা মানুষকে পশু করিয়া দিতে পারিস, আবার পশুকে তোদের সম্মোহিনী চাকচিক্যে বিভূষিত করিয়া দেবতার আসনে বসাইয়া দিতে পারিস্!

হায়রে মানুষ, তোরা মানুষ হইয়া আজিও মানুষ চিনিতে পারিলি না! মানুষ যেদিন মানুষের মত দাঁড়াইতে যায় তুই সেদিন সকলের প্রথমে তাঁর সম্মুখে বিঘ্ন

হইয়া উপস্থিত হইবি। তোর এ কি স্বভাব বুঝি না যে মানুষকে তুই মানুষের মত দেখিতে পারিস না, তুই চাহিস্ যে সকলেই সমাজের চির প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তাহারই দুয়ারে নিজেকে বলি প্রদান করে। সমাজ যে একটা সৃষ্টি, সৃষ্টির যে আদি নাই অন্ত নাই এবং মানুষই যে এই সমাজের স্রষ্টা, এ কথা তুই ভুলিয়া যাস্ কেন? মানুষ যে স্রষ্টা, কল্পনা যে তার শক্তি, তাইত সে নূতন কল্পনা, নূতন ভাবুকতা, নূতন নূতন সৃষ্টি দিয়া সমাজকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তুই মানুষ হইয়া এমনি মানুষকে কেন এত আঘাত, এত ব্যথা দিস্!

হায়রে কল্পনা, তোকে যে বরণ করিয়া লইয়াছে, তারই মাথার উপর দিয়া ঝড় ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। বজ্র কড়্ কড়্ শব্দ করিয়া তাহাকে বিত্রস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, বিদ্যুৎ তাহার চমক দিয়া তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবার আয়োজন করিয়াছে, কিন্তু কল্পনার স্থান এতই উচ্চে যে সে বজ্রনিনাদকে তুচ্ছ করিয়া নিভৃতে, নীরবে কি এক নূতন শব্দ শুনিতে পায়, বিদ্যুৎএর চমককে তুচ্ছ করিয়া অন্ধকারের মধ্যেও কি যেন এক স্নিগ্ধ আলোকে পুলকিত হইয়া উঠে। এই কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে কল্পনা সাধকের প্রাণে একটা নূতন সঙ্গীত জাগাইয়া

দেয়—তাহার হৃদয়বীণা নূতন রাগিণীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠে; হৃদয়তন্ত্রী নূতন সুরে জাগ্রত হইয়া নিত্য নূতন সৃষ্টির মাঝে খেলা করিতে থাকে। মানুষ তখন নূতন সমাজ, নূতন সভ্যতা, নূতন ধর্ম্মের আলোকে উদ্দীপ্ত হইয়া সৃষ্টির বিচিত্র খেলায় যোগ দেয়।

সার্থক এই খেলা! ধন্য সেই মানুষ, যে জগতে এমনি খেলা খেলিয়া যাইতে পারে, ধন্য সেই বীর, এমনি খেলায় যে প্রাণ দিতে পারে, ধন্য সেই সাধক, এমনি সৃষ্টির জন্য যে নিজেকে আহুতি দিতে পারে। কল্পনার বীরপুত্র ফরাসীবীর রুশো জগতের ইতিহাসে যে নূতন ভাবুকতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, নূতন চিন্তা, নূতন আদর্শ দিয়া তিনি যে সুন্দর ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তার সৌন্দর্য্য আমাদের প্রাণে যে কত কথা বলিয়া যায়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, সে ছবির শিল্পকলা সবটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, যেটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতেই একবাক্যে বলিতে পারি যে রুশোই কল্পনায় ও সৌন্দর্য্যে ইউরোপের আদি গুরু।

ভাবুকতা ও কল্পনার শৈলশিখরে আজ যাঁহার স্থান সেই মহাপুরুষ কেমন করিয়া জীবন কাটাইলেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। জগতে ভাবুকতা ও কল্পনাক্ষেত্রে

যাহারা আজ বরণীয় তাঁহাদের প্রায় সকলের জীবনই দুঃখ ও বেদনায় পরিপূর্ণ। জীবনে ব্যথা না পাইলে হৃদয়তন্ত্রী বোধ হয় বাজিয়া উঠে না, মর্ম্মস্থানে আঘাত না বাজিলে বোধ হয় মর্ম্মের কথা জাগে না। চক্ষের জল, বক্ষের বেদনা, হৃদয়ের তপ্তশ্বাস, ইহারাই বোধ হয় ভাবুকতা ও কল্পনাকে জগতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে। ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষ, তুমুল ঝঞ্চা ও বিদ্যুতের চিকিমিকি যেমন প্রকৃতির ছবিকে সুন্দর ও মনোরম করিয়া তুলে, মানুষের জীবনেও চক্ষের জল ও বক্ষের বেদনা বোধ হয় তেমনি ভাবে মানুষের জীবনে এক নূতন সৌন্দর্য্য আনিয়া দেয় আর তখন মানুষ কল্পনার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া জগতে নূতন কিছু সৃষ্টি করে।

মানুষ অভাবে না পড়িলে জগতের অভাব বুঝিতে পারে না, মাতৃহীন না হইলে মায়ের অভাব অনুভব করা যায় না, অর্থহীন না হইলে অর্থের মূল্য বুঝা যায় না; অভাবই মানুষের প্রাণে একটা সাহানুভূতি জাগাইয়া দেয়। অভাব ধীরে ধীরে মানুষের চোখের সামনে জগতের দুঃখ দৈন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া দেয়, মানুষ একে একে পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপটী উপলব্ধি করে। তাই জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই জীবনে এই

অভাবকে বেশ ভাল করিয়া অনুভব করিয়াছেন; দারিদ্র্য দুঃখ ও ব্যথা তাঁহাদের জীবনের উপর দিয়া একটা ঝঞ্ঝার মত চলিয়া গিয়াছে। আহার অনিদ্রার মধ্য দিয়া চিন্তার পর চিন্তার মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া জগতকে তাঁহারা নূতনভাবে দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন। অদৃষ্টের চক্রে কে যে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা বলা যায় না, ঘটনার ফেরে মানুষ কোথা হইতে কি ভাবে কোথায় আসিয়া পড়ে সে কথা ভাবিয়াও স্থির করা যায় না। অদৃষ্টকে এড়াইয়া জগতে কেহ কোন দিন বড় হইতে পারে নাই। জগতে যাহারা মহৎ কিছু করিবেন, তাঁহারা যেন পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসেন। বিঘ্ন ও বিপদ অনেক সময় তাঁহাদের গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায়, কখন কখন মনে হয় তাঁহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য, কিন্তু অদৃষ্টের হস্ত এমনিভাবে তাঁহাদের রক্ষা করে যে মানুষ তাহা ধারণাও করিতে পারে না।

ফারাসীবীর রুশোর জীবনও এমনিভাবে ঘটনা স্রোতের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনের করুণ কাহিণী ধীরভাবে পাঠ করা যায় না, সে কাহিনী পড়িতে পড়িতে চক্ষে জল আসে, হৃদয়ে ব্যথা লাগে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

১৭১২ খ্রীঃ অব্দে জেনেভা (Geneva) নগরে রুশো জন্মগ্রহণ করেন। হায়! হতভাগ্য শিশু, তুমি যে জীবনে দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যে হাহাকার করিবে, তোমার জন্মদিনই তাহার সূচনা করিয়াছিল। তুমি জন্মিবামাত্র মাতৃহারা হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ মাতৃস্নেহের আস্বাদ হইতে চির দিনের জন্য বঞ্চিত হইলে, সূতিকা গৃহেই তোমার উপর দিয়া অদৃষ্টের কি ভীষণ পরিহাস চলিয়া গেল, তাহা তুমি বুঝিতেও পারিলে না। জীবনে যেদিন তুমি প্রথম সে অভাব বুঝিতে পারিলে, সেদিন তোমার কাঁদিবার মতও শক্তি রহিল না। মানুষ বেদনা পায়, কাঁদিয়া তৃপ্তিলাভ করে, কিন্তু তুমি এমনই মন্দ-ভাগ্য যে মায়ের স্নেহের স্মৃতি লইয়া, চোখের জল দিয়া সে স্মৃতির পূজা করিতে পারিলে না। তুমি কাঁদিয়াছ, অনেক কাঁদিয়াছ, পিতাপুত্রে উভয়ে মিলিয়া একসঙ্গে কত চোখের জল ফেলিয়াছ; কিন্তু মাতৃস্নেহের অতৃপ্ত পিপাসা কিছুতেই মেটে নাই।

রুশোর পিতা রুশোর জননীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। সেই প্রাণপ্রিয়া পত্নীর বিয়োগে তিনি মাতৃহীন শিশুকে সকল প্রকারে মায়ের অভাব ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। স্বর্গীয়া পত্নীর কথা মনে

করিয়া রুশোর পিতা সময়ে সময়ে এমন করুণ কাহিনী আবৃত্তি করিতেন যে বালক রুশো তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন। এমন অনেক দিন গিয়াছে যে পিতাপুত্রে উভয়ে মিলিয়া সেই করুণ কাহিনী স্মরণ করিতে করিতে অবিরত চোখের জল ফেলিয়াছেন। রুশোর পিতা রুশোকে যেমন প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, অন্যান্য সন্তানকে তেমন বাসিতেন না। একদিন তিনি অপর এক পুত্রকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ভ্রাতৃবৎসল রুশো ছুটিয়া যাইয়া নিজের ভ্রাতাকে আগুলিয়া দাঁড়াইলেন, দুই একটী কশাঘাত তাঁহার পৃষ্ঠে পতিত হইবামাত্র ক্রুদ্ধ পিতা শান্ত হইলেন।

এমনিভাবে রুশো সেদিন স্বীয় ভ্রাতাকে পিতার নির্দ্দয় ব্যবহার হইতে উদ্ধার করেন। যে বালক নিজের ভ্রাতাকে এত ভালবাসিত, পিতাকে এত ভক্তি করিত, সে যদি মাতৃস্নেহের ছায়ায় একদিনও দাঁড়াইতে পারিত তবে মায়ের স্মৃতিকে কি ভাবে পূজা করিত তাহা কে বলিতে পারে!

রুশোর পিতা ঘড়ির কাজ করিতেন, আট নয় বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার পিতার সহিত অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে বালক রুশো অনেক গল্পের বই পড়িয়া

ফেলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি যে Nouvelle Heloise লেখেন তাহার অনুপ্রেরণা এই শৈশবেই পান। অল্প বয়সে অনেক গল্প পড়িয়া রুশো সুন্দর গল্প বলিতে পারিতেন, গল্প বলিতে বলিতে তিনি সময়ে সময়ে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেন। Plutarch (প্লুটার্চ্চ) এর বই পড়িয়া তিনি বেশ কিছু জ্ঞানলাভ করেন। রোম ও স্পার্টার Republic Government (গণতন্ত্র শাসন) সম্বন্ধে এই অল্প বয়সেই তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। স্পার্টার বীরত্বের কাহিনী পড়িতে পড়িতে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত। স্পার্টাবাসিগণ শিশুকাল হইতে দেশের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিয়া দিত। স্পার্টান রমণীদের পুত্রের প্রতি ব্যবহারের কাহিণীতে তিনি চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। রোম ও স্পার্টার গণতন্ত্রের শাসন ও শিক্ষাপ্রণালী পাঠ করিয়া তিনি নিজের হৃদয়ে উহার একটী ছবি আঁকিয়া লইয়াছিলেন এবং নানাস্থানে মতের পার্থক্য থাকিলেও এ কথা খুবই সত্য যে ভবিষ্যদ্জীবনে Contract Socialএর মধ্যে অনেক স্থলেই ইহার ছায়াপাত হইয়াছে। আট নয় বৎসর বয়সে যে চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, ভবিষ্যতে সেই চিন্তা প্রস্ফুটিত হইয়া

Contract Social নামক মৌলিক গ্রন্থে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। শৈশবে রূপকথার হেঁয়ালির মত হৃদয়ে যে কল্পনা আসিয়াছিল, তাহাই যে দূর ভবিষ্যতে এক নূতন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূচনা করিয়া জগতকে মোহিত করিয়া দিবে একথা কে ভাবিয়াছিল ?

কিন্তু এ আনন্দের জীবন রুশোর ভাগ্যে বেশী দিন ঘটিয়া উঠে নাই, পিতার স্নেহের ছায়ায় তিনি বেশী দিন বাস্ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতা ১৭২০ খ্রীঃ অব্দে বালক রুশোকে তাঁহার এক খুল্লতাতের নিকট সমর্পণ করিয়া জেনেভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পিতার এই আকস্মিক স্থানত্যাগে রুশোকে জগতে এক নূতন সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইল, তাঁহার খুল্লতাত তাঁহাকে গ্রামের এক Pastor এর নিকট পাঠাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। এই ধর্ম্মযাজকের নিকট তিনি কিছুকাল সুখ ও শান্তির মধ্যে কালাতিপাত করেন, পরে শিক্ষানবীশ ভাবে Notaryর কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন। নোটারীর কাজে নিযুক্ত হইয়া তিনি এ বিষয়ে একেবারেই অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হন। পরে তিনি (Engraving) খোদাই কার্য্যের শিক্ষা-নবিশী আরম্ভ করেন। তিনি যাহার নিকট

শিক্ষানবিশী করিতেন, সেই প্রভুর সম্বন্ধে তিনি যে সামান্য বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে রুশোর তৎকালীন মানসিক অবস্থা কিছু জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার প্রভু M. Sucommoy একজন উগ্র প্রকৃতির যুবক ছিলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার শৈশবের বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার হৃদয়-বৃত্তিগুলিকে নাশ করিয়া, ভাবরাশিকে পিষিয়া ফেলিয়া আমার অন্তরে বাহিরে দাসত্বের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন।" এমনভাবে দিন কাটাইতে কাটাইতে, স্নেহ, দয়া, মায়া হইতে দূরে থাকিয়া রুশোর প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। একটু স্নেহ ও ভালবাসা পাইলে যাঁহার জীবন হয়ত সুন্দর ফুলের মত ফুটিয়া উঠিতে পারিত, ক্রমাগত নির্দ্দয় ব্যবহারে সেই হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন এই ভাবে কাটিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে রুশো কুসংসর্গে পড়িলেন। Verat (ভেরাট) নামে তাঁহার প্রভুর একজন লোক ছিল; ঐ লোকটী ছল চাতুরী দ্বারা বালক রুশোকে চুরি করিতে শিখাইল। তাহার পরামর্শে রুশো প্রতিদিন প্রত্যূষে

স্বীয় প্রভুর ক্ষেত্র হইতে ভাল ভাল Asparagus (একজাতীয় মৃণাল) লইয়া অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহাকে টাকা দিতেন। ভেরাট তাহার পরিবর্ত্তে রুশোকে সকালে খাইতে দিত, কিন্তু পরিশেষে এই চুরি ধরা পড়িল, এবং রুশোকে তাঁহার প্রভু অতি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিলেন। জগতে এমনি ঘটনা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। খল ও দস্যুর হাতে পড়িয়া নির্দ্দোষ লোক এমনিভাবে শাস্তি পায়। সয়তান নিজের দুষ্ট বুদ্ধি দিয়া অপরকে পাপ পথে পরিচালিত করিয়া নিজে আত্মগোপন করে, আর সেই নিরীহ মানুষটিকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। ইহার পরেও রুশো আর একদিন কিছু ফল চুরি করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনও ধরা পড়িয়া উত্তমরূপে শাস্তিলাভ করেন। বালকের স্বভাব সে কিছু ভাল খাইতে চায়, কিন্তু হতভাগ্য রুশোকে হাতে করিয়া দুটী ভাল খাবার দিবার জগতে কেহই ছিল না, তাই তাঁহাকে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল!

পিতার ক্রোড়ে পরম স্নেহে কাল কাটাইয়া, স্বীয় প্রভুর এই নির্দ্দয় ব্যবহার তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। শৈশবে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া এই শিক্ষানবিশী তাঁহার নিকট এক ঘৃণিত কাজ বলিয়া

বোধ হইল। তাঁহার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে প্রায় প্রতিদিনই অতি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেন। তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, "The frequent blows that I received from my master, with my private and ill-chosen friend rendered me reserve and unsociable and almost deranged my brain." (আমার প্রভুর নিকট হইতে আমাকে এবং আমার এই বন্ধুকে সদাসর্ব্বদা যে অত্যাচার সহ্য করিতে হইত, তাহা আমাকে গম্ভীর-প্রকৃতি ও অসামাজিক করিয়া তুলিয়াছিল, এমন কি আমার মস্তিষ্ককেও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল।)

এমনি করিয়া একটী একটী করিয়া দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, রুশোর মন প্রাণ তিক্ত হইয়া উঠিল। একদিন তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে নগরের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। রুশো দেখিলেন তাঁহার অদৃষ্টে তীব্র কশাঘাত আছে, তাঁহার প্রভু হয়ত তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করিবেন। অপমান ও লাঞ্ছনার কথা মনে করিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ষোল বৎসরের বালক রুশো জন্মের মত পথ বাহিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন।

মানুষের জীবনে এমনই এক একটা সন্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে ষোল বৎসর বয়সে যে বালক সংসারের পথ ধরিয়া যাত্রা সুরু করিল, ভগবান্ তাহাকে কোন পথ দিয়া কোথায় লইয়া যাইবেন, তাহা কে জানে! অদৃষ্টের চক্রে, ঘটনার স্রোতে, তাঁহার জীবন কোন্ পথে যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? একটু স্নেহ, দয়া, ও মায়া যাঁহাকে সুন্দর ও মনোরম করিয়া তুলিতে পারিত, অত্যাচার, অবিচার ও নির্দ্দয় ব্যবহার আজ তাঁহাকে কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিবে তাহারই বা ঠিক কি? অদৃষ্টের উপর কাহারও হাত নাই; অদৃষ্টের খেলা রহস্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষোল বৎসরের বালক অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া পথ ধরিয়া চলিল। যে পথে রুশো চলিলেন, সে পথ ধরিয়া কত জন বিনষ্ট হইয়াছেন, কতজন বিপথগামী হইয়াছেন তাহার সংখ্যা কি? এ পৃথিবীতে যাঁহারা ভাবুক ও উদার তাহাদের অদৃষ্টে দুঃখ ও কষ্ট আসিবেই আসিবে। যাহার হৃদয় যত কোমল, আঘাত তাহার তত বেশী বাজিবে। নিজের বাল্যজীবনের কথা লিখিতে গিয়া রুশো বলিয়াছেন,

"I have frequently fatigued myself by running after and stoning a cock, a cow, a dog or an animal I saw tormenting another only because it was conscious of possessing superior strength."

'অর্থাৎ যখন আমি দেখিতাম যে একটা কুক্কুট, গরু, কুকুর বা অন্য কোন প্রাণী নিজেকে শক্তিশালী মনে করিয়া অপর কোন প্রাণীর উপর অত্যাচার করিতেছে, তখন আমি প্রায়ই সেই প্রাণীটার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ঢিল মারিতাম।' যে বালক একটী পশুর

উপর সামান্য অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ঢিলের সাহায্যে অত্যাচারীকে দূর করিয়া দিত, বিধাতা সেই বালকের অদৃষ্টে এত অত্যাচার ও অবিচার লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। যাঁহার কোমল হৃদয় একটা সামান্য প্রাণীর কষ্ট দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিত, যে উৎপীড়িতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অত্যাচারাকে শাস্তি দিবার জন্য ছুটিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িত, জগৎ তাহাকে কি সুন্দর পুরস্কারই দিয়াছে।

এমন নির্ম্মম ব্যবহার পাইয়া রুশো পথে আসিয়া একটু পথ দেখিতে পাইলেন, নিরাশার মাঝে আশার একটু ক্ষীণরশ্মি দেখা দিল। পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি সেভয়ের (Savoy) অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় পুরোহিত তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে Madam de Waren (ম্যাডাম ডি ওয়ারেন্) এর নিকট একখানি পরিচয়পত্র দিলেন। Madam de Waren ক্যাথলিক ছিলেন, তিনি গির্জ্জা হইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র রূশো পরিচয় পত্রখানি লইয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলেন। তিনি বালক রুশোকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়া তাহার খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। গৃহহারা রুশোর এমনিভাবে

একটু স্থান মিলিল। মাতৃহীন বালক স্বীয় প্রভুর অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া একজন পুরোহিতের সাহায্যে এই দয়ার্দ্রহৃদয়া নারীর আশ্রয় লাভ করিলেন।

কিছুদিন ইঁহার আশ্রয়ে কাটাইয়া একদল যাত্রীর সহিত রুশো ইটালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় Madam de Waren তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রুশো শুনিলেন না, পরে পথের দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আবার তিনি ম্যাডাম ডি ওয়ারেনের নিকট ফিরিয়া আসিলে, তিনি রুশোকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন।

"Poor child," said she, in an affectionate voice, "art thou here again."

(তিনি সস্নেহে বলিলেন, "হতভাগ্য বালক, তুমি আবার ফিরিয়া আসিয়াছ!")

ম্যাডাম ডি ওয়ারেন্ সত্যই রুশোকে বড় ভাল বাসিতেন। রুশো যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার গৃহের একজনের কাছে রুশোকে নিজের বাটীতে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "They may tell as they please but

since Providence had sent him back, I am determined not to abandon him." (অর্থাৎ লোকে যা খুসী বলুক, ভগবান্ যখন তাহাকে পুনরায় আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তখন আমি উহাকে ত্যাগ করিব না।)

ম্যাডাম ডি ওয়ারেণের নিকট রুশো পরম সমাদরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সুন্দর পল্লীতে বাস করিয়া প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রুশোর হৃদয়ে প্রতিদিন নূতন নূতন ছবি আঁকিয়া দিত আর ভাবুক রুশো বিভোর হইয়া নিজেকে তাহার মধ্যে ডুবাইয়া দিতেন। ম্যাডাম ডি ওয়ারেণের নিকট রুশো যে কত ভাবে ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সংস্পর্শে রুশোর হৃদয়ে নূতন চিন্তা, নূতন ভাবুকতা আসিতে লাগিল। তিনি শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিষয়ের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এমনিভাবে তিনি জগতের চারিদিকের একটু সন্ধান পাইলেন। যে বালক শিক্ষানবিশী করিতে যাইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সে আজ হৃদয় ও মস্তিষ্কের বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করিবার এক অপূর্ব্ব সুযোগ পাইল। এইখানেই রুশো প্রকৃতির মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান,

এবং সময়ে সময়ে সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে সমাধিস্থ করিয়া রাখিতেন। ভবিষ্যৎ জীবনে কল্পনা ও সৌন্দর্য্য দিয়া তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া জগতকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন, সেই সৌন্দর্য্য ও কল্পনার আস্বাদ তিনি এইখানেই প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করেন।

পিতৃমাতৃহীন রুশোকে এমন নিবিড় ভাবে আর কেহই ভালবাসে নাই। গৃহহীন, অর্থহীন আতুরকে এমন করিয়া আর কেহ বুকে টানিয়া লয় নাই। ম্যাডাম ডি ওয়ারেণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছে, কেহ কেহ তাঁহাকে অনেক কটু কথা শুনাইয়াছে, কিন্তু আমি তাঁহার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া এত মুগ্ধ হইয়া যাই যে তাঁহার কোন দোষ আমার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। যৌবনের সন্ধিক্ষণে রুশো যখন কখনও কখনও বিপথে ছুটিয়া যাইতেন, তখন তিনি রুশোকে সেই পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে রুশো তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কুপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ইহা যদি কলঙ্কই হয়, তবে সে কলঙ্ক তাঁহার সুন্দর জীবনকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

রুশো যেদিন রোগশয্যায় মৃতপ্রায়, সেদিন কে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, কে সেই অবাধ্য যুবককে শিশুটীর মত ঔষধ ও পথ্য দিয়াছিল! রুশোর কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় :—

"By inconceivable care and vigilance, she saved my life and I am convinced she alone could have done this."

তিনি এমন যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আমার জীবন রক্ষা করেন যে তাহা ধারণাতীত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ করিতে পারিতেন না।

রুশোর শিয়রে বসিয়া একমনে তাহার শুশ্রূষা করিয়া বন্ধুর মত এক একটী করিয়া ফল মুখে দিয়া তিনি তাহার জীবন রক্ষা করেন। অসুখের পর অবসাদগ্রস্ত রুশোর জন্য নূতন গৃহে যাইয়া নূতন ভাবে জীবন কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রকৃতির নানা দৃশ্যের মাঝে কতদিন কতভাবে তাঁহাদের জীবন কাটিয়া গিয়াছে, ঘটনার পর ঘটনা রঙ্গীন তুলিকার মত তাঁহাদের জীবনে কত ছবি আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে। আবেগ, উচ্ছ্বাস, ভালবাসা একত্র হইয়া তাঁহাদের জীবন সার্থক করিয়া দিয়াছে। একদিন এমনি আবেগভরে রুশো বলিয়াছিলেন ;—

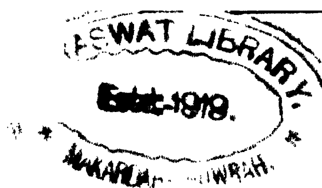
"Oh," said I to this dear friend embracing her with tears of tenderness and delight, "this is the abode of happiness and innocence, if we do not find them here together it will be in vain to seek them elsewhere."

(হৃদয়ের আবেগ ও আনন্দে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এই প্রিয়বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া আমি বলিলাম যে ইহাই প্রকৃত সুখ ও নির্দোষ আনন্দের স্থান, এখানে যদি তাহা না পাই, তবে অন্য কোথাও পাইব না।)

এই সময় রুশোর মনে দুই এক সময় অদ্ভুত চিন্তা আসিত। এই চিন্তা তাঁহাকে দুই এক সময়ে বড়ই অস্থির করিয়া তুলিত। তিনি নিজে কি অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন, তাহা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন আর প্রশ্ন করিতেন, "সত্যই কি আমি নিরয়গামী হইব, সত্যই কি আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব?" একদিন তিনি একটী ঢিল হাতে লইয়া স্থির করিলেন যে এই ঢিলটা যদি সম্মুখের একটা গাছে লাগাইতে পারেন, তবে তিনি স্বর্গে যাইবেন, আর যদি তাহা না পারেন, তবে তিনি নিরয়গামী হইবেন। এইরূপ মনে করিয়া তিনি ঢিল নিক্ষেপ করিলেন এবং

ঢিলটী গাছে গিয়া লাগিল। তখন ক্ষণিকের জন্য তাঁহার মন শান্ত হইল বটে, কিন্তু প্রায়ই এইরূপ নানা প্রকারের চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিত।

এইরূপে কখনও উচ্ছৃঙ্খল প্রেমিক, কখনও ছাত্রভাবে তিনি জীবনের কিছুদিন কাটাইয়া দিলেন। ঘটনা-স্রোতে ভাসিয়া তিনি কোথায় যাইয়া উঠিবেন, তাহা কেহই জানিত না। মানুষ ঘটনাস্রোতে এমনিভাবে ভাসিয়া চলে, পথে ভগবান্ যদি তাহাকে তুলিয়া লন, তবেই সে ধন্য হয়। রুশোর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় এমনিভাবে চলিতে থাকে। ষোল বৎসর বয়সে পথে বাহির হইয়া উনত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত এইভাবে কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুঃখ যেমন পাইয়াছিলেন আনন্দও তেমনি পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ তাঁহার জন্য পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে।



তৃতীয় অধ্যায়।

এমনি করিয়া ম্যাডাম ডি ওয়ারেণের সহিত রুশোর জীবনের এক অধ্যায় কাটিয়া গেল। এত সুখ ও শান্তি রুশোর ভাগ্যে ভগবান বেশী দিন লিখেন নাই। দুঃখ-ভোগের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাই আবার ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য বাহির হইলেন। এবার প্যারিসে আসিয়া তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট যাহার প্রতি প্রসন্ন না হয়, তাহার কোন দিক দিয়া কিছু সুবিধা হয় না। বার বার বৃথা চেষ্টা করিয়া পরিশেষে ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে তিনি কতকটা স্থির হইলেন। একটু স্থিতিলাভ করিবার পর তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সঙ্গীত শিখিবার জন্য রুশো যে কত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ম্যাডাম ডি ওয়ারেণের নিকট হইতে একখানি সঙ্গীত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাহারই সাহায্যে তিনি প্রথম সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন। রুশোর কণ্ঠস্বর তেমন সুন্দর ছিল না। গান গাহিবার ক্ষমতা তাঁহার তেমন

কিছু ছিল না তবু কেন জানি না, সঙ্গীত শিখিবার জন্য তাঁহার প্রাণে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল এবং তিনি দিনের পর দিন এই সাধনায় নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেন।

সঙ্গীতের ন্যায় সুন্দর পবিত্র ভাব আর কিসে আনিয়া দেয় জানি না। সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে প্রাণ যেমন করিয়া নাচিয়া উঠে এমনটি বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। সঙ্গীত স্বর্গের সৃষ্টি, তার প্রতি ঝঙ্কারে হৃদয়তন্ত্রী যেন সাড়া দিয়া উঠে; কিন্তু এই পবিত্র সঙ্গীত যখন মানুষকে মোহ ও মদিরার দিকে আকর্ষণ করে, তখন সে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। সঙ্গীতচর্চ্চা করিতে গিয়া কতজন ধীরে ধীরে কুপথে চলিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রুশোর জীবনে সঙ্গীতচর্চ্চা তেমন সুফল প্রদান করে নাই। প্যারিস নগরে পূর্ণ যৌবনে সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে গিয়া, তিনি যে বিপথে পরিচালিত হন নাই, একথা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তাঁহার জীবনের এই অধ্যায় কলঙ্ক ও কালিমায় পূর্ণ; প্যারিসে তিনি এমন অনেক জঘন্য কাজ করিয়াছিলেন, যাহা কেহ কোন দিনও সমর্থন করিতে পারে না। প্যারিসে অবস্থান করিয়া কিছুদিন পরে তিনি একজন

অশিক্ষিতা মূর্খ নারীকে নিজের স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনে এক ভুল করেন। তাঁহার পত্নী 'Theresa Lavasseur' (থেরেসা লেভেসিয়ার) মূর্খ হইলেও, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই পত্নীর গর্ভে রুশোর পাঁচটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু রুশো এই সন্তানগুলির প্রতি পশুর মত ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরই তিনি তাহাদিগকে পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হাঁসপাতালে (Foundling Hospital) রাখিয়া আসিয়াছেন। রুশোর জীবনের এই ঘটনা তাঁহাকে পশুরও অধম করিয়া তুলিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি এই কথা মনে করিয়া অনেক অনুতাপ করিয়াছেন।

এই ঘটনার কথা মনে করিলে,তাহার পত্নী (Lavasseur) ল্যাভেসিয়ার এর কথা মনে আসে। উচ্ছৃঙ্খল রুশো মোহের মধ্যে পড়িয়া যে কাজ করিয়াছিলেন, লেভে-সিয়ারের মাতৃহৃদয় তাহা কেমন করিয়া সমর্থন করিল, মা হইয়া তিনি কেমন করিয়া নিজের সন্তানকে এমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন। মোহমুগ্ধ রুশো, এই নারীকে "প্রকৃতির শিশু" child of nature বলিয়া

গিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে একটা প্রাণহীন জড়-পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন ভাবে দেখিতে পারি না। তাহার মাতৃহৃদয় যদি সন্তানকে রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, তাহা হইলে হয়ত রুশো এই জঘন্য কাজ হইতে নিরস্ত হইতে পারিতেন। পশুর মত কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া তাঁহারা স্বীয় সন্তানগুলিকে যে ভাবে ত্যাগ করিয়াছেন, সে কলঙ্ক মুছিবার নয়। জগতের নরনারী এ কাহিনী শুনিলে শিহরিয়া উঠিবে।

উনত্রিশ হইতে প্রায় উনচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রুশো প্যারিসে এই ভাবে কালাতিপাত করেন। মানুষ যে কখন কি ভাবে একটা মহত্ত্বের পথ অবলম্বন করিয়া ধন্য হয়, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। শত সহস্রবার চেষ্টা করিয়াও যাহা লাভ করা যায় না, হঠাৎ এক সুবর্ণ সুযোগ আসিয়া তাহা করিয়া দিয়া যায়। জগতের এই সমস্ত ঘটনা বড় বড় লোকের জীবনে এত বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় যে দৈবকে অস্বীকার করিয়া চলা এক প্রকার অসম্ভব। পুরুষকারের স্থান জগতে চিরদিন আছে ও থাকিবে, কিন্তু দৈবকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় দেখি না। জগতে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যে মানুষ পুরুষকার বলে যাহা সমস্ত জীবন ধরিয়া করিতে

পারে নাই ; দৈবচক্রে তাহা অতি সহজে অল্প সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

রুশোর জীবনে অদৃষ্টের খেলা এত বেশী যে ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যোল বৎসর বয়সে যে, পথ ধরিয়া বাহির হইল, ২৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কালাতিপাত করিল, ৩৯ বৎসর পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থের জন্য স্বীয় সন্তান পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিল. তাঁহার হৃদয় যে কেমন করিয়া বিশ্ববাসীর রুদ্ধ বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহার কোন মীমাংসা হয় না। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ রুশোর জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ডিজন (Dijon) কলেজ হইতে "নৈতিক জীবনের উপর শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রভাব" (moral influence of the arts and sciences) সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য এক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এই সূত্রে রুশো যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহা তাঁহার প্রতিভা সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেয় এবং তিনি নিজেও এইবার সম্যক্‌রূপে কিছু বুঝিতে পারেন। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে তিনি এ বিষয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহা সেই সময়কার এক আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে

তিনি আর একবার ডিজন ইউনিভার্সিটির পুরস্কার পাইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু এবার তিনি অকৃতকার্য্য হন। এবার তিনি মানুষের মধ্যে অসামঞ্জস্যের মূল কারণ কি এবং এই অসামঞ্জস্য প্রকৃতির কোন বিশেষ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত কি না, এ বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহা প্রতিযোগীতায় পুরস্কার না পাইলেও, তাঁহার নাম সাধারণের নিকট সুপরিচিত করিয়া দিল। What was the origin of inequality among men and is it authorised by the laws of Nature—এই প্রবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে, সকলেই রুশোকে জানিতে পারিলেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'Madam de Epinay' ম্যাডাম ডি এপিনের কৃপায় রুশো মণ্ট মরেনসির (Mont morency) বনের এক প্রান্তে এক আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। বনের নিকট উন্মুক্ত ময়দানের মধ্যে বাস করিয়া রুশো পরম আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে ম্যাডাম ডি হণ্ডেলফ্ (Madam de Hondelof) এর সহিত অতি সুখে তাঁহার জীবন কাটিতে লাগিল। ম্যাডাম ডি হণ্ডেলফের সহিত তাঁহার এত ঘনিষ্ঠতা অনেকের চক্ষে ভাল লাগিল না, এ বিষয়ে অনেকে অনেক

কথা বলিতে লাগিল। পরিশেষে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়ায় রুশো এস্থান ত্যাগ করিলেন।

প্রতিভা কখনও গড়িয়া তোলা যায় না, উহা মহৎ লোকের জন্মলব্ধ সম্পত্তি। কেহ তাহার বিনাশসাধনও করিতে পারে না। প্রতিকূল ঘটনা তাহাকে কিছুদিনের মত ঢাকিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু একদিন না একদিন তাহা প্রকাশ পাইবেই পাইবে। রুশোর প্রতিভা ঘটনা-চক্রে এতদিন সুপ্ত ছিল, আজ তাহা যেমন জাগিয়া উঠিল, অমনি সমস্ত দেশ তাঁহাকে চিনিতে পারিল। ইহার পর বার বৎসর ধরিয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তিনি ক্রমাগত পুস্তকের পর পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই বার বৎসরের মধ্যে তিনি যে সব পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাই সমস্ত ইউরোপে এক নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়া দেয়। রুশোর লেখনী সৌন্দর্য্যে, কল্পনায়, ভাবুকতায় সমস্ত ইউরোপে এক নূতন জাগরণের সাড়া বহিয়া আনিল। রুশোর পুস্তক পাঠ করিয়া ফরাসী জাতির চিন্তা কোন্ পথে গিয়াছিল, তাহারা কি প্রেরণা পাইয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে বলিব এ স্থানে শুধু এই বলিতে চাই যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক বয়সে, এত প্রশংসা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। ১৭৫৩ খৃঃঅব্দ হইতে

১৭৬২ খৃঃঅব্দ,এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি 'The Second Discourse.' 'The Nauvelle Heloise', 'Emili', এবং 'Contract Social' প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া ফেলেন।

রুশোর জীবনে একটা নিদারুণ ব্যথা ছিল, সমস্ত আমোদ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এই ব্যথা প্রকাশ পাইত। তাঁহার প্রাণ কি যেন কি চাহিত, তাঁহার হৃদয়ে শান্তি ছিল না। তাই ম্যাডাম ডি ওয়ারেণের আশ্রয় পাইয়াও তিনি ইটাঁলি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার ম্যাডাম ডি ওয়ারেণের নিকট আসিলেন সত্য, কিন্তু প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসিয়া তিনি অনেক কথা ভাবিতেন, নরকের চিন্তা সময়ে সময়ে তাঁহাকে বড়ই কষ্ট দিত। হৃদয়ের এই অভাব কি দিয়া পূরণ করিবেন, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেন না। তাই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে, চঞ্চলতার মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

তাঁহার হৃদয়ে যে কি ক্ষত লুকান ছিল, তাহা সকলে বুঝিতে পারে না। শিল্পী যেমন একটা সৌন্দর্য্যের ছবি মনের মধ্যে ধারণা করিয়া তাহা ফুটাইয়া তুলিতে চায়,অথচ না পারিয়া একটা অব্যক্ত যাতনা অনুভব করে, রুশোর প্রাণেও তেমনি কি যেন একটা বেদনা কাঁদিয়া বেড়াইত।

চতুর্থ অধ্যায়।

এমনি ভাবে ঘটনাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এতদিনে রুশো নিজের ঘরের সন্ধান পাইলেন। যাহা তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করিতেন, আজ তিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। যিনি একদিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শীর্ষ স্থান অধিকার করিবেন, তিনি কেমন করিয়া নিজেকে খোদাইয়ের কাজে শিক্ষানবীশ ভাবে মনোনিয়োগ করিতে পারেন! যাহার নিজের কোন স্থান নাই, সেই যে কোন স্থানে নিজেকে বদ্ধ রাখিতে পারে, কিন্তু রুশোর মত এত বড় প্রতিভা কি কখনও এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকিতে পারে? কখনও শিক্ষানবীশ, কখনও ভৃত্য, এমনই কত স্থানে কত অবস্থায় তিনি দিন কাটাইয়াছেন। অভাবের তাড়নায় মানুষ যতদূর নিম্নগামী হইতে পারে, রুশো ততদূর নামিয়াছিলেন, এমন কি চুরি করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। দুটী অন্নের জন্য নতজানু হইয়া অপরের কৃপা ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে, কিন্তু আবার যেমনই একটু স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, অমনি তাহার বিদ্রোহী প্রাণ ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এমনি করিয়া নানা প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া সমাজ ও ধর্ম্মকে তিনি ঠিক ঠিক ভাবে চিনিয়াছিলেন এবং চিনিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। জগতে যাঁহারা নেতৃত্ব করিতে আসেন, তাঁহারা চিরদিনই একটা অসাধারণ ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, পরে যিনি যেমন অবস্থার মধ্যে দাঁড়ান, তিনি তারই মধ্য দিয়া কিছু গড়িয়া তুলেন। নেতার কাজ কিছু সৃষ্টি করা এবং সেই সৃষ্টির মধ্যেই আমরা তাঁহার নেতৃত্বের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। কিন্তু সময় ও ঘটনা এমনি ভাবে আসিয়া দাঁড়ায় যে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন কোন কোন নেতা ধ্বংসের মধ্যে খেলা করিতে আসেন। রুশোকে অনেকেই মনে করেন তিনি ধ্বংসের খেলা খেলিবার জন্যই আসিয়াছিলেন, ফ্রান্সের বিপ্লবের মধ্যে রুশোকে অনেকে এমনিভাবে জড়িত করিয়াছেন যে সাধারণ লোকে মনে করে যে রুশো একটা ধ্বংসের আয়োজন করিয়া গিয়াছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের গুরু যে রুশো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, ফরাসী বিপ্লবের সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহী যে রুশো সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু রুশো শুধু ধ্বংসের খেলা খেলিয়া যান নাই, তিনি

এক নূতন সৃষ্টির চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, হয়ত একদিন সে চিত্র আমাদের সমাজে সত্য হইয়া উঠিবে।

মানুষ স্বভাবতঃ সুন্দর, সরল ও পবিত্র। রুশো আমাদের সম্মুখে সেই স্বাভাবিক অবস্থার একটী আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। মানুষকে তিনি তার স্বাভাবিক অবস্থায় (state of nature) ফিরিয়া আসিতে বলিয়াছেন। মানুষ নিজের দোষে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক (artificial) ব্যবস্থা দিয়া নিজেকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে, সমাজে নানাপ্রকার অত্যাচার, অবিচার ঘিরিয়া রহিয়াছে তাই রুশো মানুষকে ডাকিয়া বলিয়াছেন "এস ফিরে এস, তোমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এস।"

এই একই কথা তিনি নানা দিক দিয়া নানা ভাবে মানুষের নিকট বলিয়া গিয়াছেন। কখনও শিক্ষার কথা বলিতে বলিতে, কখনও বা রাজনীতির কথা বলিতে বলিতে, কখনও বা গল্প, হাসি তামাসাচ্ছলে, সেই একই বাণী তিনি নানা ভাবে সমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই বাণী প্রচার করিতে তাঁহাকে অনেক দুঃখ ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে, স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পথে পথে অন্নহীন, গৃহহীন অবস্থায় তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইয়াছে।

অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নানাপ্রকার কুৎসা তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দুঃখ ও উৎপীড়ন তাঁহাকে ততটা বিচলিত করিতে পারে নাই; কিন্তু তাঁহার শত্রু পক্ষ যখন তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল, তখন তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। রুশোর প্রথম জীবন যেভাবেই অতিবাহিত হউক না কেন, ১৭৫৩ খৃঃ অব্দের পর হইতে, তাঁহার জীবন একটী মহৎ চিন্তা ও আদর্শ লইয়া ভরপুর ছিল, অন্য কোন চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এই সময় হইতে প্রকৃতির শিশুর ন্যায়, তিনি তাঁহার জীবন নূতনভাবে পরিচালিত করেন, সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে এই সময় রুশোর পুনর্জ্জন্ম হইল। এবার তিনি নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়া জগতে নূতন বাণী প্রচার করিতে অগ্রসর হইলেন, এই সময় ইচ্ছা করিলে তিনি প্রভূত পরিমাণে ধনৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিতেন, ইচ্ছা করিলে নিজেকে ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে পারিতেন, কিন্তু শত প্রলোভন সত্ত্বেও রুশোর প্রাণ সেদিকে আকৃষ্ট হইল না। নূতন ভাবে বিভোর হইয়া, নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলেন।

যিনি দারিদ্র্যের তাড়নায় পথে পথে অনাহারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, যাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় পরের গৃহে অতিবাহিত হইয়াছিল, যিনি অন্নের অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় চুরি পর্য্যন্ত করিয়াছেন, সেই রুশো আজ শত প্রলোভন সত্ত্বেও ধন, ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া এক মহৎ আদর্শের জন্য নিজেকে নিয়োগ করিলেন। এ ত্যাগ যে কত মহান্ তাহা হৃদয়ঙ্গম করাও কঠিন। সমস্ত সম্পদ্ তুচ্ছ করিয়া সহজ ও সরল জীবন বরণ করিয়া লইয়া তিনি এক এক পৃষ্ঠা গান নকল করিয়া প্রতি পৃষ্ঠায় ছয় আনা উপার্জ্জন করিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। জগতের ইতিহাসে বীরের অভাব নাই, কিন্তু রুশোর মত এমন বীর খুব কমই আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের সম্মুখে অনেকে যুদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু এমনভাবে নিজেকে তিলে তিলে আহুতি দিয়া ক'জন লোক নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন? অস্ত্রের ঝঙ্কার, কামানের গর্জ্জন, ইতিহাসে কত দৃশ্যের উদ্ঘাটন করিয়াছে সত্য, কিন্তু রুশোর জ্বালাময়ী লেখনী সৌন্দর্য্য ও কল্পনার রঙীন তুলিকা দিয়া যেরূপ মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসে সেরূপ আর একটীও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু রুশোর অদৃষ্টে কি ছিল ! দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য সমস্ত শক্তি ও চিন্তা দিয়া তিনি যে মৌলিকগ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা তৎকালীন ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার (শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তক) Emile ও (রাজনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক) Contract Social প্রকাশিত হইবামাত্র প্যারিসের তদানীন্তন পার্লামেণ্ট, জেনেভা ও বার্ণের কাউন্সিল তাঁহাকে একজন বিদ্রোহী বলিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। যিনি চিন্তা ও কল্পনা দিয়া অশিক্ষিত সমাজকে প্রকৃত সমাজের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, যিনি শাসন-পদ্ধতি নূতনভাবে প্রকাশ করিয়া শাসনতন্ত্রকে সাম্য ও ঐক্যের ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যিনি জগৎগুরু, তিনি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন !

স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া রুশো আবার পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। ষোল বৎসর বয়সে যে বালক পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পথই বুঝি চিরদিন তাহার আপনার হইয়া রহিল। কত স্থানে কতভাবে ঘুরিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার আশ্রয় মিলিল না, পরিশেষে Frederick the Great, (ফ্রেডারিক দি গ্রেট্) এর কৃপায় নেনুচেটেলের ক্যাণ্টনে (the

anton of Nenchatel) একটু আশ্রয় লাভ করিলেন। ভলটেয়ার (Voltaire) তাঁহার পরম শত্রু ছিলেন, সুইজারলণ্ডে ভলটেয়ারের নিকট রুশোর থাকিবার উপায় ছিল না। ভলটেয়ার তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন, ফলে রুশো ফ্রেডারিক্ দি গ্রেটের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ব্রিনিতে অবস্থান করিবার চেষ্টা করিলেন। ব্রিনিতে যাইবামাত্র সেখানকার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সে স্থান হইতে দূর করিয়া দিলেন। ব্রিনি হইতে বিতাড়িত হইয়া নানাপ্রকার অবস্থাচক্রে পড়িয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে রুশো ইংলণ্ডে হিউমের নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে হিউম ভলটেয়ারের সহিত একযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন। ইংলণ্ডেও নানাপ্রকার অত্যাচার অবিচার তাঁহাকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিল, তখন হঠাৎ একদিন গোপনে তিনি পলায়ন করিয়া ছদ্মবেশে নূতন এক নাম ধারণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ছদ্মবেশে নূতন নাম ধারণ করিয়া Tyrechateauতে কিছুদিন অবস্থান করেন, পরে ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে প্যারিসে ফিরিয়া আসেন।

নানাপ্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া এমনিভাবে দেশ হইতে দেশান্তরে পথে পথে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল। রুশোর কোমল হৃদয়ে এত কুৎসা ও গ্লানি অসহ্য হইয়া উঠিল, তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ মানুষের নীচতায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি প্যারিসে বসিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে, নিজে নিজের জীবনী লিখিয়া 'Confessions' বলিয়া এক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই পুস্তকে তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন। রুশোকে সত্যভাবে বিচার করিতে হইলে এই পুস্তক পাঠ করা দরকার। এই পুস্তক লিখিবার প্রারম্ভে তিনি যে কয়টী কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি জীবনে কত গ্লানি, কত ব্যথা সহ্য করিয়াছেন। প্রারম্ভেই তিনি লিখিয়াছেন :—

"I have entered on a performance which is without example, whose accomplishment will have no imitator. I mean to present my fellow mortals with a man in all integrity of nature and this man shall be myself.

I know my heart and have studied mankind, I am not made like anyone, I have been acquainted with, perhaps like no one in existence; if not better, I, at best, claim originality and whether nature did wisely in breaking the mould with which she formed me, can only be determined after having read this work.

Whenever the last trumpet shall sound I will present myself before the Sovereign Judge, with this book in my hand and loudly proclaim, thus have I acted, there were my thoughts, such was I With equal freedom and veracity have I related what was laudable or wicked, I have concealed no crimes, added no virtues, and if I have sometimes introduced superfluous ornaments, it was merely to occupy a void accompanied by defect of memory I may have supposed that certain which I knew only to be probable, but have never asserted as truth, a conscious falsehood. Such as I was, I have declared myself, some-

times vile and despicable, at others, virtuous, generous and sublime even as thou hast read my inmost soul: Power eternal, assemble round thy throne, and immortal throng of my mortals, let them listen to my confessions, let them blush at my depravity, let them tremble at my sufferings, let each in his turn expose with equal sincerity the failings and wanderings of his heart, and, if he dare, ever, I was better than that man . . . ."

"Confessions" এর প্রারম্ভেই রুশো এমনিভাবে নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। নিতান্ত দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে তিনি 'Confessions' লেখা শেষ করেন। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে এরমেনন ভিলাতে (Ermenon villa) তিনি ম্যাডাম ডি গিরেডিনের (Madam de Giradin) আতিথ্য স্বীকার করেন এবং সেই স্থানেই ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ২রা জুলাই তিনি অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন। রুশোর এই আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন; কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

হায় অদৃষ্টের কি মর্ম্মান্তিক পরিহাস! শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, ধর্ম্মের মধ্য দিয়া যিনি আজ

জগতে বরণীয় তাঁহারই অদৃষ্টে এমনি শোচনীয় পরিণাম ছিল। রুশোকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে তাঁহার 'Confessions" পাঠ করা উচিত। তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবনের ভাবরাশি হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। তাঁহার Emili ও Contract social না পড়িয়া কেহ তাঁহাকে ঠিকভাবে বুঝিতে পারিবেন না। অতি সন্তর্পণে ও সংক্ষেপে রুশোর পরিচয় দিয়া এইবারে তাঁহার চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যে আমরা একবার দর্শক হইব। তাঁহার Emiliকে তিনি কি ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহার Contract socialএ তিনি কি ভাবে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পঞ্চম অধ্যায়

Rousseau's idea of civil Religion and Education-

জগতের ইতিহাসে ধর্ম্ম ও শিক্ষার স্থান সকলের উপরে। জাতীয় উন্নতির মূলে জাতীয় ধর্ম্ম ও শিক্ষা চিরদিন জগতের ইতিহাসে অভিনব ফল প্রকাশ করিয়াছে। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে শাসনই বল, সংস্কারই বল, সকলেরই ভিত্তি মানুষের ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর। এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সমাজ, শাসন ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার সমাজ ও সভ্যতা যেদিন ধীরে ধীরে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন ধর্ম্মও যেন কি এক নূতন ভাবুকতা, নূতন প্রেরণা লইয়া আবির্ভূত হয়। এমনিভাবে ধর্ম্মের উপর সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া উঠে, আবার সভ্যতার সংস্পর্শে ধর্ম্মেরও নূতন রূপ নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়। ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় ধর্ম্ম যেন কেমন জড়ের মত, কিন্তু সভ্যতার সংস্পর্শে ধর্ম্ম যেন রূপান্তর গ্রহণ করে। আদিম অবস্থায় মানুষের ধর্ম্ম যেন মানুষকে বাঁধিয়া রাখে, কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে

ধর্ম্মও যেন ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে। সক্রেটীস্ প্রভৃতির জীবনী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আদিম ধর্ম্ম মানুষের উন্নতির পক্ষে যেন কেমন অন্তরায়।

রুশোর সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বড়ই সঙ্কীর্ণ ছিল। কুসংস্কার দুর্ব্বলতা প্রভৃতির আবর্জ্জনা লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন ধর্ম্ম শাসনতন্ত্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। "So far from binding the heart of the citizen to the state it weans from this, as from all other earthly ends."—জনশক্তির অন্তরকে রাষ্ট্রের চতুস্পার্শে কেন্দ্রীভূত করা দূরে থাকুক, ধর্ম্ম তখন অন্যান্য পার্থিব আদর্শ ও সম্পদের ন্যায় রাষ্ট্রশক্তি হইতেও তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইত।

সেদিন ধর্ম্ম জনসম্প্রদায়কে শাসনতন্ত্রের মধ্যে নূতন ভাব জাগ্রত করিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, সকল প্রকার পার্থিব উন্নতি হইতে দূরে টানিয়া রাখিয়াছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সেদিন কতগুলি নীতি দিয়া বেড়ার মত ঘিরিয়া মানুষকে তাহার উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনে সে ধর্ম্ম মন্দ ছিল না, কিন্তু রাষ্ট্রজীবনে

সে ধর্ম্মের স্থান অতি সামান্যই ছিল। ধর্ম্মের আদিম অবস্থায় মানুষের অন্ধবিশ্বাস এত প্রবল থাকে যে অনেক সময় তাহা সভ্যতা ও স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া দাড়ায়। অন্ধকার গৃহে বেশী দিন বাস করিলে, পরে চোখে আলো যেমন সহ্য হয় না, তেমনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের পক্ষে সভ্যতা ও স্বাধীনতার নূতন আলোক প্রথম প্রথম অসহ্য বোধ হয়। সভ্যতা ও স্বাধীনতার ভাবরাশি লইয়া রুশো যেদিন নূতন শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিলেন, তখন তদানীন্তন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম তাহার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি দেখিলেন যে প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কার করিতে না পারিলে, ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা না আনিতে পারিলে, রাষ্ট্রজীবনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়; তাই তিনি তদানীন্তন কুসংস্কারাচ্ছন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মকে সজীব করিয়া তুলিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি নানাদিক দিয়া নানাভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মকে ব্যক্তিগতজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে দুই দিক দিয়া ভাল করিয়া বিচার করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনে যে ধর্ম্ম চলিতে পারে, একটা জাতির পক্ষে রাষ্ট্র-

জীবনে সে ধর্ম্ম উন্নতির অন্তরায় হইতে পারে, তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

"The dogmas of the civil religion should be few and simple . . . . . The existence of a God of power, reason, goodness and loving providence; the life to come, the happiness of the just and the punishment of the wicked, the sanctity of the social contract and of the Law—Such are the dogmas to be affirmed. As for the dogmas to be repudiated, I limit them to a single one—intolerance . . . . But whoever dares to say, "outside of the Church none can be saved," ought to be driven out of the state; unless indeed the state is the Church and the Pontiff, the chief Magistrate."

রুশোর এই রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম (Civil religion) বুঝিতে হইলে তৎকালীন প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত পাঠ করা দরকার। সে সময় ধর্ম্মের নামে যে কত প্রকার কুসংস্কার দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা ভাবিলে সহজেই বোঝা যায় যে রুশোর পক্ষে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম (Civil

religion) সম্বন্ধে এ ভাবে লেখা খুবই স্বাভাবিক। সত্য কথা বলিতে গেলে সে সময় খ্রীষ্টান ধর্ম্মের নামে কুসংস্কার আসিয়া জুটিয়াছিল, আর ভগবানের সিংহাসন মহা প্রতাপশালী (Pope)এর দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল Pope হইয়াছিলেন মুক্তিদাতা, তিনি কাহাকেও মুক্ত বলিলেই সে নির্ব্বাণ লাভ করিত, আর অন্ধবিশ্বাস ছিল মানুষের শক্তি ও ভক্তির প্রধান অবলম্বন। ইহার ফলে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির স্থান ছিল না, সমাজ, সভ্যতা ও স্বাধীনতা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল।

অন্য দিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির নামে Church নানা প্রকার ক্ষমতা করায়ত্ত্ব করিয়া নিজেদের ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিল। দিন দিন Churchএর মধ্যে নানা প্রকার Corruption (পাপ) প্রবেশ করিতে লাগিল।

এমনি সময় রুশো তাঁহার Civil religion (রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম) সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এ সময় এইরূপ এক ধর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল এবং জনসম্প্রদায় ইহা চাহিতেছিল, তাই রুশোর এই ধর্ম্মসংস্কার এত সহজে এত শীঘ্র দেশবাসী গ্রহণ করিল। 'অন্ধ বিশ্বাসকে

দূর করিয়া দিয়া ইতিহাস ও বিজ্ঞানদর্শিত যুক্তির দ্বারা তিনি ধর্ম্মকে স্থাপিত করিয়া দেশকে স্বাধীনতা ও সভ্যতার দিকে লইয়া গিয়াছিলেন। Churchএর ভোগবিলাসের পথ রুদ্ধ করিয়া প্রচলিত ধর্ম্ম যাহাতে সত্য সত্যই মানুষকে উন্নত করে, তিনি তাহারই চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

It was the part of his mission to stem the tide of materialism then running strong in the western parts of Europe. It was at the root also of his daring attempt to strip Christianity of all that was doubtful or irra tional and so reconcile religion with the proved facts of science and history."

এ কাজ করিতে যাইয়া রুশোকে অনেক নিন্দা ও গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছে। যাহাদের স্বার্থে তিনি আঘাত দিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে চতুর্দ্দিক দিয়া আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু পুরুষসিংহ রুশো সমস্ত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত বাণীকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে আজ খ্রীষ্টানধর্ম্ম সমাজ, সভ্যতা ও শাসনতন্ত্রের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টান ধর্ম্ম পুস্তকেই লিপিবদ্ধ আছে, আজ যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম জগতে সাম্য ও ঐক্যের নিশান তুলিয়াছে, সে ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন ফরাসী বীর রুশো। আজ তাঁহারই বাণী প্রতি গৃহে প্রচারিত হইতেছে কিন্তু এমন একদিন গিয়াছে যখন রুশোর দেশবাসী তাঁহাকে নাস্তিক ভণ্ড মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহাকে কত না লাঞ্ছনা দিয়াছে। এত লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও রুশো জগতে তাঁহার রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম (civil religion) প্রচার করিয়াছেন। আজ সমস্ত ইউরোপ তাঁহার ভাবরাশি বরণ করিয়া লইয়াছে এবং দূর ভবিষ্যতে একদিন হয়ত সমস্ত জগৎ তাঁহার রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মকে (civil religion) নিজেদের রাষ্ট্রজীবনে প্রতিফলিত করিবে।

ফরাসী বীর রুশো যে শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে, সমাজের প্রতি অবয়ব ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া তিনি যাহা ভাল মনে করিয়াছেন তাহা সমাজকে বলিয়া গিয়াছেন। রুশোর মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি সমস্ত জিনিষ স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতেন, একটা প্রচলিত পদ্ধতির দাসত্ব করা তাঁহার

স্বভাব ছিল না। ধর্ম্ম সংস্কার করিতে যাইয়া তিনি যেমন নির্ভীকভাবে তাহার রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম (civil religion) লিখিয়া গিয়াছেন, প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের জন্য তেমনি ভাবে তিনি তাঁহার Emili লিখিয়া গিয়াছেন।

মানুষকে তিনি পূর্ণ মানুষভাবে দেখিতে চাহিয়াছিলেন তাই তিনি তাহার পূর্ণ-বিকাশের জন্য নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মানুষ ত শুধু দেহ, মস্তক বা হৃদয় নয়, মানুষ এই সমস্তের সমষ্টি। মানুষের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তাহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক এবং এই দুইটীর পূর্ণ বিকাশই মনুষ্যত্ব। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি যেমন নূতন ধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মস্তিষ্কের উন্নতির জন্য তেমনি নূতন এক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হৃদয়টীকে সরস করিবার জন্য ধর্ম্মকে সজাগ করিয়া দিয়া, মস্তিষ্ককে উর্ব্বর করিবার জন্য কল্পনার এক নূতন সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়া রুশো মানব জাতির এক মহান্ কল্যাণ সাধশ করিয়া গিয়াছেন। রুসো তাঁহার বড় সাধের Emiliকে কল্পনা ও সৌন্দর্য্যের এক নূতন জগতের মধ্য দিয়া এমনিভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন যে তাহার মধুরতা সকলকেই মুগ্ধ করিয়া দেয়। হৃদয়টীকে সুন্দর ও পবিত্র করিতে হইলে কল্পনার রাজ্যের মধ্য

দিয়াই তাকে লইয়া যাইতে হয়। জার্ম্মাণ দার্শনিক গেটেও অন্যভাবে ঠিক এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কল্পনার রঙ্গীন ছবি জীবনটাকে যেন সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলে, বাস্তব জগতে তীক্ষ্ণ শর যেন কৈশোরকে কঠিন ও নির্ম্মম না করিয়া দেয়। মানুষের জীবনটাকে সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইলে তাহার কোন্ অবস্থায় তাকে কি ভাবে চালনা করা উচিত, তাহা রুশো সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার Emili (এমিলি) তে তিনি লিখিয়াছেন :—

"The most dangerous period in human life lies between birth and the age of twelve. It is the time when errors and vices spring up, while as yet there is no means to destroy them When the means of destruction are ready, the roots have gone too deep to be pulled up. If the infant sprang at one bound from his mother's breast to the age of reason, the present type of education would be quite suitable, but its natural growth calls for quite a different training. * * * * Never tell the child what he can't undertand : no descriptioas, no eloquence, no figures

of speech, no poetry. The time has not come for feeling or taste. Continue to be clear and cold, the time will come only too soon when you must adopt another tone.

অনেকে মনে করেন যত শীঘ্র পারি, ছেলেটীকে বুদ্ধিমান করিয়া তুলিব। কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে এমনি ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠেন যেন মনে হয় যে তাঁহারা পিটাইয়া পাটাইয়া ছেলেটীকে কর্ম্মকারের লোহার মত লম্বা করিয়া তুলিবেন। কিন্তু মানুষ ত একখণ্ড লৌহ নয় যে তাহাকে একটু উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ির আঘাতে বড় করিয়া তুলিব। মানুষের একটা স্বাভাবিক গতি আছে। সে গতিকে রোধ করিয়া অন্য কিছু করিতে হইলে কোনদিনও তাহার মঙ্গল সাধন হইতে পারে না, হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। অন্য দিকে আর এক প্রকারের লোক আছেন, যাঁহারা ছেলেটিকে আইন কানুনের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাকে শান্ত, শিষ্ট, নম্র ও ভদ্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে মানুষ একটা গণিত শাস্ত্রের Formula নয় যে তার স্থিতি ও গতির কোন পরিবর্ত্তন

হইবে না। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে মানুষের মন নানাদিক দিয়া নানা অবস্থার মধ্য দিয়া নানাভাবে প্রসার লাভ করে। ছেলেদের সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া রুশো আবার বলিয়াছেন—

"Although modesty is natural to man, it is not natural to children Modesty only begins with the knowledge of evil; how should children without knowledge of evil have the feeling which results from it? To give them lessons in modesty and good conduct is to teach them that there are things shameful and wicked and to give them a secret wish to know what these things are. Sooner or later they will find out, and the first spark which touches the imagination will certainly hasten the awakening of the senses. Blushes are the signs of guilt, true innocence is ashamed of nothing . . . . .
. . . . Philosophy in the form of maxims is only fit for those the experienced Youth should never deal with

the general, all its teaching should deal with individual instances . . . .
if all the philosophers in the world should prove that I am wrong, and you feel that I am right, that is all what I ask.

রুশোর শেষের এই কয়টী কথার মধ্য দিয়া বোঝা যায় যে আত্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁহার কত প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। নিজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কেহ কোন-দিন জগতে উন্নত হইতে পারে না। রুশোর জীবনে আত্ম বিশ্বাস যেমন ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, অমনটী খুব কমই দৃষ্টি গোচর হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার যাহা বিশ্বাস, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া তিনি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। যে (Emili) এমিলি লিখিয়া তিনি জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন, তাহারই জন্য তৎ-কালীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন। মানুষ অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরিশ্রম করিয়া জগতে শিক্ষা প্রচার করিয়াছে সত্য কিন্তু রুশোর মত এমন জীবন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া খুব কম লোকই দেশে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন। নির্ব্বাসিত রুশো পথে পথে অনাহারে অনিদ্রায় কত কষ্টই না পাইয়াছেন, তবুও তিনি তাঁহার

মত অটল রাখিয়াছিলেন। রুশো চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজও তাঁহার Emili ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়া শত সহস্র Emili সৃষ্টি করিতেছে। হয়ত এমন একদিন শীঘ্রই আসিবে যখন রুশোর Emili (এমিলি)র উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

'ষষ্ঠ অধ্যায়'

Roussea'us idea of state, Property and Individuality.

জগতের ইতিহাসের কথা ধ্বংস ও গঠন। কত রাজ্য ও রাজার ধ্বংস হইয়াছে এবং গড়িয়া উঠিয়াছে এই 'লইয়াই ইতিহাস। ইউরোপের ইতিহাসে State (রাষ্ট্র) লইয়া কত যুগ ধরিয়া মাথা কাটাকাটি চলিতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসা হইল না। State (রাষ্ট্র)এর উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, তাহার অধিকার কতটুকু এই বিচার করিতে গিয়া কত মতবাদ যে বাহির হইয়াছে, তাহা বলিবার নয়। State সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে দুঃসাহসের কথা, এর এক একটী বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিতে হইলে এক একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে। সমাজ যে কেমন করিয়া সমাজের রূপ ধরিল, কেমন করিয়া শাসন পদ্ধতির সৃষ্টি হইল, কেমন করিয়া State (রাষ্ট্র)এর আবির্ভাব হইল সে এক বিরাট

ইতিহাস। Patriarchal Government, Matriarchial Government, Monarchy, Bureaucracy, Democracy ঘটনা স্রোতে যে কেমনভাবে ধীরে ধীরে নূতনরূপে আবির্ভাব হইল, তাহা ভাবিয়া বিস্ময় মানিতে হয়। এই সমস্ত বিভিন্ন ধরণের শাসন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ফলে। কত মত যে কত ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহা বলিবার নয়। Mill (মিল) সাহেবের utilitarianism (উপযোগিতাবাদ) হইতে আরম্ভ করিয়া Individualism (ব্যক্তিত্ব-বাদ) Socialism (সমাজ তন্ত্র), Anarchism (অরাজতন্ত্র), প্রভৃতি কত মতেরই যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং হইবে তাহা কে জানে। ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন শাসন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা শাসন তন্ত্রকে একেবারে উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কত প্রকার state (রাষ্ট্র) এর কল্পনা যে ইতিহাসে খেলা করিয়াছে তাহার যথাযথ পর্য্যালোচনা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

প্রত্যেক দেশে উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে তদুপযোগী state (রাষ্ট্র) গড়িয়া উঠিয়াছে। Evolution

(আবর্ত্তন) ও Devolution (বিবর্ত্তন) যে শুধু মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য তাহা নহে শাসন ও শাসনতন্ত্রের মধ্যেও একটা Evolution (আবর্ত্তন) ও Devolution (বিবর্ত্তন) আছে।

আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থা আজ কি শোচনীয়! যেখানে অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের শাসন পদ্ধতি বিরাজমান ছিল, যেখানকার অতি পুরাতন ইতিহাসে Democracy (গণতন্ত্র)র অস্তিত্ব দেখা যায়, সেই ভারতবর্ষে আজ Bureaucracy (আমলা-তন্ত্রের) যথেচ্ছ শাসন বিদ্যমান। দেশের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হয়। ফরাসী জাতিও একদিন অবনতির পথে নামিয়াছিল, - আভিজাত্যের অত্যাচারে সমস্ত দেশ চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্রাট লুই যে কতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কথা হইতে বেশ অনুভব করা যাইতে পারে। ফরাসীদেশে লুই এর উদ্ধত বানী "I am the state"—'আমিই রাষ্ট্র' ইহা এখনও একটা প্রচলিত বানী হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয় এই কথা শুনিয়াই ফরাসীগণ state কে কেমন করিয়া গড়া উচিত তাহা ভাবিতে শিখিয়াছিল।

ফরাসীবীর রুশো এই state (রাষ্ট্র) সম্বন্ধে

মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন। জগতে তিনি অনেক কিছু শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, অনেক কিছু সৃষ্টি করিতে আসিয়াছিলেন তাই state (রাষ্ট্র) কে ভাল করিয়া বুঝিয়া তাহাকে তিনি এক নূতন রূপে সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকে অনেক ভাবে state (রাষ্ট্র) এর সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মত এমন সুন্দর ছবি কেহ আঁকিয়া গিয়াছেন কি না সন্দেহ।

State (রাষ্ট্র) সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইয়া socialism (সমাজতন্ত্র) এবং Individualism (ব্যক্তিত্ববাদ) এই দুইটী Extreme (শেষ) সীমায় আসিয়া অনেকে হাবুডুবু খাইয়াছেন। কিছুদূর বেশ অগ্রসর হইয়া শেষে অকূল পাথারে পড়িয়া কি করিবেন দিশা পান নাই। Socialism (সমাজতন্ত্রবাদ) এর আদি গুরু Karl Marx (কার্ল মার্ক্স) তাঁহার পথ এক প্রকার দেখাইয়া গিয়াছেন এবং তাহার পর তাঁহার শিষ্য লেনিন রুশিয়ার ব্যাপারে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন কিন্তু Individualism এবং utilitarianism এর সব চেয়ে বড় পাণ্ডা মিল সাহেব কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নিজেই ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছেন।

সত্য বলিতে গেলে, মিলের অবস্থা দেখিলে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। তার utilitarianism এর সংক্ষিপ্ত defination (সংজ্ঞা) না দিয়া পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন :—

"The creed which accepts as the foundation of moral utility or the greatest happiness principle holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure and the absence of pain: by unhappiness pain and the privation of pleasure."

এইভাবে সংজ্ঞা দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই মিল সাহেব আবার নিজমুখেই বলিতেছেন :—

"Better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied." অর্থাৎ মূর্খ হইয়া সুখভোগ করা অপেক্ষা পণ্ডিত হইয়া দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষাকৃত ভাল। এমনই ভাবে তিনি তার utilitarianism খাড়া করাইয়া state (রাষ্ট্র) এর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। state সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বশেষে এমনি ভাবে লিখিয়াছেন :—

"The worth of a state in the long run, is the worth of the individuals composing it; and the state which postpones the interest of their mental expansion and elevation to a little more of administrative skill, or of that semblance of it which practice gives in the details of business; a state which dwarfs its men in order that they may be more docile instruments, in its hands even for beneficial purposes—will and that with small men no great thing can really be accomplished; and that the perfection of machinery to which it has sacrificed everything will in the end avail it nothing for want of vital power which in order that the machine might work more smoothly, it has prefered to banish."

তাঁহার প্রচারিত utilitarianism এবং individualism সম্বন্ধে অনেক বিষয় ভাবিবার ও শিখিবার আছে সত্য, কিন্তু কেহ যেন তাহা পড়িয়া হঠাৎ ভুল না করেন। state সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে মিল সাহেবকে বাদ দেওয়া যায় না, কথা প্রসঙ্গে মিলের নাম

আসিয়া পড়ে। (state) সম্বন্ধে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে রুশোকে যেমন ভাল করিয়া বোঝা দরকার, মিলকেও তেমনি করিয়া দেখা উচিত। তাঁহারা দুইজনে দুইদিক দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু দুটী দিকই ভাল করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য।

মানুষকে মানুষের উপযুক্ত ধর্ম্ম ও শিক্ষা দিয়া রুশো তাহাকে তাঁহার state এর আদর্শ দিয়া যাইতে ভুলিয়া যান নাই। "A free citizen in a free state is the ideal of Rousseau" অর্থাৎ স্বাধীন state এ মানুষ স্বাধীনভাবে বাস করিবে ইহাই রুশোর আদর্শ।

"His dream was to unite the external strength of a great nation with the free discipline, the healthy order of a small one Rousseou was the apostle of a small state. For good or for evil—perhaps for good and for evil—the strongest force in Europe during the first three quarters of the nineteenth century was the spirit of nationality. To some minds, this will seem the strongest condemnation of Rousseau's ideal"

"He was keenly aware that the tide of events,

still more the tide of opinion, ran strong against the small state He had little or no hope of constructing large state to his view. All he strove for was to strengthen the smaller communities in the maintenance of their own ideal against the force or treachery of their more powerful neighbours. He had seen that the one chance of doing so lay in some form of federation."

কিন্তু state (রাষ্ট্র) কে বড় করিতে যাইয়া তিনি individual (ব্যক্তি) কে উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার আদর্শ হইল—"A free citizen in a free state" অর্থাৎ স্বাধীন state (রাষ্ট্র) এ স্বাধীন মানুষ। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মিল সাহেব state (রাষ্ট্র) কে উপেক্ষা করিয়া individual (ব্যক্তি) কে বড় করিতে যাইয়া দুকূল হারাইয়াছেন। কিন্তু রুশো state (রাষ্ট্র) কে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া individual (ব্যক্তি) কেও স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং এইস্থানেই রুশোর বিশেষত্ব।

"The individual," he argues, "has no existence save in the imagination of the individualist. In himself he is nothing but

a 'stupid and a limited animal' it is in and through the state that he becomes a reasoning being and a man."

state এবং individual এর কথা বলিতে বলিতে মানুষের সম্মুখে নিজের আদর্শ রাখিয়া তিনি মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"The citizen must arm himself with courage and constancy. Everyday of his life he must say in his inmost heart what the Polish Palatine exclaimed at the Diet : Mars pericals ran literatum quam quictum servititum—Rather the perils of freedom than slavery and peace"

Individual (ব্যক্তির) এর সহিত state এর সম্পর্ক ও কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি state এর সহিত property (সম্পত্তি) র সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন। state, individual ও property এই তিনটী পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কোনটীকে বাদ দিয়া কোনটীর অস্তিত্ব নাই।

"Property was to him the corner stone of society ; it was presupposed in the very

existence of the 'state'. It was, in fact, the hope of turning an usurpation into a right, of converting a precarious into a fixed tenure that brought the individual from liberty into Servitude, from the natural to the civil state. But the right thus created is the greatest of all wrongs. * * * * 'right of the first occupant' is a 'feeble right'. He brushes aside all individualist foundations of property, in particular the argument from Formation, so clearly elaborated by the Roman Jurists. He recognises from the first —and recognises more unequivocally than Kant was to do a generation later that property was only possible in and through the State. To him, as we have seen, Property is the creation of the State and it rests with the State to make any regulations for its tenure, that the 'general will' may approve, subject of course, to the limitation, that all such provisions must be general in their scope that none of them shall be directed

either to the advantage or the prejudice of particular classes or particular individuals.

state ও সম্পত্তি যে কত ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত এবং সম্পত্তির উপর state এর অধিকার সম্বন্ধে তিনি নানাস্থানে নানাভাবে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাহার Emili তে অল্প কয়েকটী কথা দিয়া state, individual ও property এই তিন বিষয়ে তাহার মত খুব পরিষ্কার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার Emili তে তিনি লিখিয়াছেন :—

"State itself is founded on the right of Property." "This right," he adds, is inviolable and sacred for the 'state' so long as it remains private and individual But directly it is considered as a right common to all the citizens, it is sub-ordinated to the general will, and the general will can annul it Far from desiring the state to be poor, I should wish, on the contrary, to see all property in its hands and no individual admitted to any share of the common stock save in proportion to his services * * * *

My desire is not absolutely to destroy private property—for that is impossible—but to keep it within the narrowest bounds: to give it a standard, a rule, a curb to restrain it, direct it, subdue it and keep it always subordinate to the public good. In a word I desire that the property of the state should be as large, as strong and that of the individual, as small, as weak as possible,"

রুশো individual (ব্যক্তি) কে state (রাষ্ট্র) অপেক্ষা ছোট করিয়া তাহার স্বাধীনতা হরণ করেন নাই, পরন্তু তিনি তাহার সত্যকার স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। যেখানে সাম্য নাই, সেখানে স্বাধীনতা বেশী দিন থাকিতে পারে না। সাম্য ও স্বাধীনতার জন্যই তিনি individual কে ছোট করিয়া state কে বড় করিয়াছেন।

মিল স্বাধীনতার (Liberty) কথা বলিতে যাইয়া (Equality) সাম্যের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু দূরদর্শী রুশো বুঝিয়াছিলেন যে, যে সমাজে সাম্যভাব নাই সেখানে সকলের স্বাধীনতা থাকা সম্ভব নয়, তাই তিনি সাম্য ও স্বাধীনতা যাহাতে একত্র

বিরাজ করিতে পারে তাহারই জন্য individual কে state অপেক্ষা অনেক ছোট করিয়া গিয়াছেন।

মিল সাহেব স্বাধীনতার জন্য অনেক ভাবিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে স্বাধীনতা কিছুদূরে গিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া দিত। রুশো স্বাধীনতার কথা অন্য দিক দিয়া ভাবিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সাম্যভাব সংস্থাপিত না হইলে স্বাধীনতা প্রথম প্রথম আনন্দের বিষয় হইলেও পরিশেষে উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইবে, সবল দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবে, সমাজে আবার দরিদ্রের স্বাধীনতা লোপ পাইবে। তাই তিনি সাম্যভাব সংস্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অনেকে রুশোর এই সাম্যভাবকে নানা প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। সাম্যভাব বলিতে রুশো যাহা বুঝাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা না বুঝিয়া বা বুঝিয়াও না বুঝিয়া নানাপ্রকার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। রুশো নিজে এই সাম্যভাবের কথা আলোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন :—

"We must not understand by this term that the amounts of power and wealth are to be absolutely the same but that the

regard to wealth no citizen shall be rich enough to buy another and none poor enough to be forced to sell himself.......It is just because the force of circumstances is always tending to destroy equality, that the force of legislation ought always to tend towards maintaining it."

রুশো যে শুধু সাম্যভাবের একটা কল্পনা দিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, তিনি তাহা কি ভাবে সমাজে প্রয়োগ করা যাইতে পারে সে কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। যে সাম্যভাব স্থাপনের জন্য নানাদিক দিয়া নানাবিধ উৎকট বিধিব্যবস্থা আসিয়াছে, রুশো তাহা অতি সহজ ও সুন্দরভাবে সামান্য কয়েকটী কথা বলিয়া পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সাম্যভাব স্থাপনের উপায়ের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

It is to be done not directly but indirectly: not by robbing the owner of his possessions, but by depriving him of the means of amassing them; not by building alms-houses for the poor but by saving the citizen from becoming so.

রুশোর এই প্রকারের মত শুনিলে তাঁহাকে socialist বলিয়া মনে হয়। তিনি socialist না হইলেও socialism এর বীজ তাহার মধ্যে ছিল। সাম্যভাব স্থাপনের জন্য তাঁহার মত শুনিয়া socialistদের Progressive income tax স্থাপনের মতের কথা মনে হয়। socialism এর বীজ অন্তর্নিহিত রাখিয়া stateকে খুব বড় করিয়া রাখিয়াও রুশো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা কখনও ভুলেন নাই। স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে তিনি কত গভীরভাবে ভাবিয়াছিলেন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য তিনি যে কত ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাহা এই কয়েকটী কথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় ;—

'I am aware,' he writes, 'that the project of enfranchisement is beset with difficulties. What I fear is not only the mistaken self interest, the vanity and the prejudice of the masters. Even were these obstacles overcome, I should still fear the vices and meanness of the serfs. Liberty is a strong food, but it needs a strong digestion ; it demands a healthy stomach to bear it. I laugh at those degraded

peoples who rise in revolt at a word from an intriguer, who dare to speak of liberty in total ignorance of what it means and their hearts full of every slavish vice, imagine that to be free, it is enough to be a rebel. High-souled and holy liberty, if these poor men could only know thee, if they could only learn what is the price at which thou art won and guarded, if they could only be taught how far sterner are thy laws than the hard yoke of the tyrant—they would shrink from thee a hundred times more than from slavery ; they would fly from thee in terror as from a thunder to crush them."

(Serf) দাসদের কথা বলিতে বলিতে স্বাধীনতার সাধন যে কত কঠিন এবং Serf রা যে তাহার কত অযোগ্য তাহা তিনি আন্তরিকতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। Serf দের কথা ভাবিতে তাঁহার কষ্ট হইত, তাহাদের হীনতা ও দুর্ব্বলতা তাঁহাকে কষ্ট দিত, কিন্তু স্বাধীনতার পূজারী রুশো তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

Serf দের শত দোষ শত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তিনি তাহাদের স্বাধীনতার জন্য প্রানপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারা অযোগ্য হইতে পারে, অধঃপতিত হইতে পারে, কিন্তু তবুও রুশো তাহাদের স্বাধীনতা দিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন।

Rousseau boldly asserts that justice will not have been done, until they are made not only civily but politically free.

এমনি ভাবে তিনি ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। state কে বড় করিতে যাইয়া তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করেন নাই।

রুশো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি কখনও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেন নাই। এক হস্তে স্বাধীনতা দিয়া অন্য হস্তে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিবার জন্য শাস্তি বিধান করিয়া গিয়াছেন। Individual এর উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য Stateএর শাস্তি দিবার ক্ষমতা আছে, এ কথা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। শাস্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:—

"Every criminal is a rebel and a public enemy. It is as such, rather as citizen, that he suffers."

এমনি ভাবে তিনি সাম্য, স্বাধীনতা ও শাসনের ব্যবস্থা করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর এক নূতন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দিন দিন তাঁহার প্রচারিত আদর্শের দিকে সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে। রুশো যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে একমাত্র রুশোর পক্ষেই এমন এক আদর্শ সমাজ ও স্বাধীনতার কল্পনা করা সম্ভব ছিল। কল্পনার বরপুত্র রুশো কল্পনাবলে সুদূর ভবিষ্যৎকে বুঝিয়া তাহার মত করিয়া মানুষকে মানুষ হইতে বলিয়া গিয়াছেন। ধন্য সেই বীর, ধন্য সেই দেশ, যে দেশে এমন বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করে।



সপ্তম অধ্যায়।

Rousseau the father of Romanticism commands a unique place in literature.

কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ফলটীর একটী দিক লাল দেখিলে যেমন বুঝিতে পারা যায় যে ফলটী পাকিয়া আসিয়াছে, তেমনি কোন জাতির সাহিত্যক্ষেত্রে কল্পনা ও সৌন্দর্য্যের নূতন আলোক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে জাতীয় জীবনের উত্থানের দিন আগত প্রায়। ফ্রান্সের গভীর দুর্দ্দিনের মধ্যেও এই কথাটীর সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। আর্থিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির মধ্যেও ফ্রান্সের বীরপুত্রগণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া নূতন ভাবুকতা দিয়া ফরাসী জাতিকে নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

প্রতিদিন কর্ম্ম ও কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়া মানুষের জীবন যেন কেমন একটা একটানা একঘেয়ে রকমের হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তব জগতের কঠোর ও নির্ম্মম পেষণে মানুষের হৃদয় যেন কেমন শুষ্ক ও নিরস হইয়া উঠে। এমন একটানা জীবন লইয়া শুষ্ক হৃদয়ে কোনও

একটা জাতি কখনও বাঁচিতে পারে না। কোন জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাহার হৃদয়টী ফুলের মত প্রস্ফুটিত রাখিয়া নূতন নূতন কল্পনা ও ভাবুকতা দিয়া তাহাকে সজীব রাখিতে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যই জাতিকে এমনভাবে কর্ম্মপ্রেরণা ও ভাবুকতা দিয়া সজীব রাখিতে পারে। সাহিত্যের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি যে, যে জাতির সাহিত্য উজ্জ্বল, সে জাতির ভবিষ্যৎ কখনও মলিন হইতে পারে না। সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির জাগরণ যেন স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

জগতের ইতিহাসে যিনিই যে কোন দিন কোন মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ধর্ম্মনীতিই হউক, রাজনীতিই হউক বা সমাজ নীতিই হউক, সমস্ত জাতিকে একভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়াই তাহা করিতে হইবে। আচার্য্যই হউন প্রচারকই হউন, নিজ নিজ ভাব জাতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত করিতে হইবে, তবেই সমস্ত জাতি তাহা গ্রহণ করিতে পারে। স্বাধীনতার ইতিহাসে যিনি জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে স্বাধীনতার উদ্দীপনা জাগাইতে পারিয়াছেন, তিনিই সে জাতির পুরোহিত, তাঁহারই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সে জাতি স্বাধীনতা লাভ করে।

সাম্য ও ঐক্যের মন্ত্রদাতা রুশো সাহিত্য জগতে যে ভাবুকতা ও কর্ম্মপ্রেরণা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন তাহারই ফলে ফ্রান্সে এক নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। সাহিত্য জগতে যে রুশোর স্থান কত উচ্চে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। নিভৃতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস করিয়া তিনি মানুষের একটানা জীবনের মধ্যে সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্যের একটা ছবি দিয়াছিলেন। মানুষ সাহিত্যের সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। রুশো সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরূপ কল্পনা দিয়া মানুষকে এই নির্ম্মম কঠোর বাস্তবজগত হইতে অনেক দূরে এক নূতন কল্পনার নন্দন-কাননে লইয়া তাহাকে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও কল্পনার এই নূতন ছবি শুধু ফ্রান্সে নয়, সমস্ত জগতের সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নূতন আলো, নূতন প্রাণ আনিয়া দিয়াছে। কল্পনা ও সৌন্দর্য্যের এই নূতন ভাব Romanticism নাম ধারণ করিয়াছে। এই Romanticism সম্বন্ধে বলিতে গিয়া প্রফেসর হারফোর্ড বলিয়াছেন :—

Romanticism which brought life and light in the literary world was the product of

Rousseau's genius and he has rightly been called the 'father of Romanticism.'

What then was Romanticism? Primerily as we have hinted, it was an extraordinary development of imaginative sensibility * * * It has a subtler fascination which rests partly upon wonder, but partly also upon recognition.' For, its peculiar quality lies in this, that in apparantly detaching us from real world, it seems to restore us to reality at a higher point—to emancipate us from the 'prison of actual,' by giving us spiritual rights in a universe of the mind, exempt from the limitations of matter, and time and space but appealing at countless points to the instinct for that which endures and subsists. * * * In every direction, current beliefs and current institutions forced the romantics to formulate their own ideals, with results which told sometimes for revolt and sometimes for reaction, sometimes for fierce intervention in affairs, sometimes for quiscent

or scornful seclusion from them but never even in Scott and Keats permitted complete unconcern. * * *

Hence Romanticism beyond all other movements is impregnated with speculative elements, its poets are teachers and prophets ardent reformers, philosophic reactionaries, innovators in religion or in criticism or in history.

A true Romantic in temperament, Rousseau drove two conclusions home in the generation from which the first Romantic poetry immersed : the worth and dignity as man and the power of natural scenery to respond to his needs. Emili made an epoch in education by its persuasive picture of mind arranging by itself—in a judiciously arranged environment—at all that it needs to know. The social contract was an attempt to construct politics on the basis of the principle that every man has equal and unalienable rights.

The Romantic realism assumed three closely connected forms, in the three spheres of Politics, History and Religion."

ফরাসী জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে স্বাধীনতার উদ্দীপনা জাগাইতে একই সময় অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। একমাত্র রুশোই যে এ মহাব্রতের সাধক ছিলেন, তাহা নহে। তাহার ন্যায় Voltaire ও সাহিত্য জগতে এক নূতন চিন্তা, নূতন ভাবুকতার সৃষ্টি করেন। রুশো ও ভল্টেয়ার দুইজন দুই দিক হইতে ফ্রান্সে এক বিরাট বিপ্লবের বীজ বপন করিয়া যান, তাহাই কালক্রমে ফলপ্রসূ হইয়া ফরাসী বিপ্লব উপস্থিত করে।

রুশোর স্থান উচ্চে কি ভল্টেয়ারের স্থান উচ্চে সে প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না। ভল্টেয়ার রুশোর পরম শত্রু হইলেও, দুইজনেই যে প্রতিভাবান্ পুরুষ ছিলেন এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। তাঁহাদের মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁহারা উভয়েই যে জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভল্টেয়ারের Spirit ছিল Destructive (ধ্বংস প্রবণ) রুশোর Spirit ছিল Constructive(গঠনশীল)। ধর্ম্ম

ও সমাজের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা জাগাইবার জন্য ভল্টেয়ার যেমন তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা বলিবার নয়। ভল্টেয়ার দেখিলেন যে তদানীন্তন Church দ্বারা প্রচলিত ধর্ম্ম মানুষের স্বাধীন চিন্তা হরণ করিয়া মানুষকে জড়ত্বে পরিণত করিতেছে। তাই তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমনভাবে শ্লেষবাণী প্রচার করিতে লাগিলেন যে ধীরে ধীরে মানুষের অন্ধবিশ্বাস দূর হইতে লাগিল। ভল্টেয়ার মানুষের অন্ধবিশ্বাস দূর করিবার জন্য, মানুষের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা জাগাইবার জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধে শুধু শ্লেষবাণী প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যদি তিনি মানুষের অন্ধ বিশ্বাস সম্বন্ধে তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া খাঁটি ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া শ্লেষ বিদ্রূপ করিতেন, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু তিনি অন্ধবিশ্বাস দূর করিতে গিয়া স্বাধীন চিন্তা জাগাইতে গিয়া ধর্ম্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া এক মহাভুল করিলেন এবং এই স্থানেই তাহার সহিত রুশোর প্রধান পার্থক্য।

Church কে ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি State সম্বন্ধে Conservative ছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে নাস্তিক ও State সম্বন্ধে Conservative হইয়াও, তিনি ইতিহাস

সম্বন্ধে যেমনভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তেমনটী বোধ হয় আর কেহ করিতে পারেন নাই।

ভল্টেয়ার যেমন ধর্ম্ম ও সমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, রুশোও সে বিষয়ে নিরস্ত হন নাই। রুশোও ধ্বংসের বাণী প্রচার করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি গঠনের উপায়ও বলিয়া গিয়াছেন। ভল্টেয়ার শুধু ধ্বংসের কথাই বলিয়া গিয়াছেন, রুশো সৃষ্টির কথাও বলিয়াছেন :—

প্রকৃতি মানুষকে সুন্দর ও সুখী করিয়া গড়িয়াছে, কিন্তু সমাজ তাহাকে সঙ্কীর্ণতা ও পাপের পথে লইয়া গিয়াছে। সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া তিনি তাহার 'Contract Social' এ সমাজের মধ্যে কেমন করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক একতা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সমাজের দোষ দেখাইয়া তিনি তাহাকে ধ্বংস করিতে বলেন নাই, উহারই মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতির নির্ম্মল আনন্দ কেমন করিয়া সৃষ্টি করা যায় তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই ভুল ভ্রান্তিপূর্ণ পঙ্কিল সমাজের মধ্য দিয়া মানুষ কেমন ভাবে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় "State of Nature" ফিরিয়া যাইতে পারে, Contract Socialএ তিনি

সেই বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ভল্টেয়ার ক্রমাগত ধ্বংসের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু রুশো ধ্বংসের কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির কথাও বলিয়া গিয়াছেন।

রুশো ও ভল্টেয়ার যে সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিপ্লবের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে জীবিত ও ফলপুষ্পশোভিত রাখিবার জন্য তাহাদের শিষ্যবৃন্দ ও সমসাময়িক অনেক লেখকও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। শত বাধা ও বিপত্তি সত্ত্বেও রুশোর ভাবরাশি দিন দিন সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহার দেশবাসীর হৃদয়ে এক নূতন প্রেরণা জাগাইয়াছিল। নর নারী সকলেই তাঁহার প্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করিল। ম্যাডাম রোল্যাণ্ড বালিকা বয়সে রুশোর একজন একনিষ্ঠ শিষ্যা ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যশস্বিনী হইয়া গিয়াছেন। রুশোর অপর প্রধান শিষ্যা ছিলেন Germine Necker, তিনি ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রুশোর পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া তিনি এতদূর চমৎকৃত হন যে সুইডেনের দূত Barande Stael Holsteenকে বিবাহ করিয়া বিপ্লবের প্রারম্ভে Constitutional partyর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন, স্বাধীনতাকে জীবনের আদর্শ রাখিয়া তিনি অনেক কাজ করিয়া যান।

রুশোর অপর একজন শিষ্য Bernerdin (বার্ণার্ডিন) এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭০৭ খৃঃ অব্দে হ্যাভরেতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন, নানাপ্রকার কল্পনা লইয়া তিনি নানাস্থানে নানাভাবে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রকৃতির শিশুদের জন্য একপ্রকার শিক্ষার স্থান তৈয়ারী করিয়া তদানীন্তন কলুষিত সমাজ ও সভ্যতার বাহিরে যাইয়া তিনি এক শান্তিপূর্ণ স্বাধীন ধর্ম্মরাজ্য গঠনের চেষ্টা করেন। এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া তিনি নানাপ্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি কিছুদিন রুশোর সহিত একত্রে কাল কাটান। রুশো তাহার এই অনুরক্ত শিষ্যকে আন্তরিকভাবে ভালবাসিতেন। বার্ণাডিন তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি লিখিয়া ফরাসী সাহিত্যে কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

এমনিভাবে রুশোর প্রেরণা লইয়া অনেকে অনেক ভাবে সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমাজে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়া যান। রুশো, তাঁহার শিষ্যবৃন্দ

ও তাঁহার সমসাময়িক অনেকে বিপ্লবের উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিয়া যান। Beaumarchais তাঁহার নাটকের মধ্য দিয়া বিপ্লবের সাহায্য করিয়া যান, তিনি তাঁহার নাট্যের মধ্যে একস্থানে বলিয়াছেন ;—

"I am a citizen," he cried, 'that is to say something wholly new, unknown, unheard of in France. I am a citizen—that is to say what you should have been two hundred years ago, what perhaps you will be twenty years hence,"

এমন কি ১৭৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত Citizen (নাগরিক) কথাটী পর্য্যন্ত একটা নূতন কথা ছিল। এমনি করিয়া কেহ স্বাধীনতার কথা বলিয়া, কেহ নূতন ধরণের শিক্ষার আলোক দিয়া, কেহ বা কাল্পনিক এক সমাজের ছবি আঁকিয়া, কেহ বা Citizen (নাগরিক) প্রভৃতি নূতন কথা আনিয়া সমস্ত দেশবাসীর মনের গতি পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মনের গতি যদি পরিবর্ত্তন করা যায়, মনকে যদি বিদ্রোহী করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে কালবিলম্ব হয় না। সাহিত্যের মধ্য দিয়া ফরাসীর বীর পুত্রগণ সমস্ত

জাতিটীর মনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। একদিকে যেমন নূতন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাহির হইল, সেইরূপ নানাদিক হইতে নাটক, কাব্য, সঙ্গীত, সংবাদপত্র ও Pamphlet (পুস্তিকা) বাহির হইয়া সমগ্র জাতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য রাজনৈতিক্ আন্দোলন চালাইবার যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। নানা দিক দিয়া বহুসংখ্যক সংবাদপত্রও Pamphlet (পুস্তিকা) বাহির হইতে লাগিল।

রঙ্গমঞ্চে নাটকের মধ্য দিয়া এমন সব অভিনয় হইতে লাগিল যে, মানুষের মন প্রাণ ধীরে ধীরে বিপ্লবের দিকে চলিতে লাগিল।

"The Revolution was already in action," said Nepoleon, "when in 1784 Beaumarchais's Marriage de Figars appeared upon the Stage,"

অর্থাৎ ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে Beaumarchais's এর Marriage de Figars নাটকের অভিনয় দেখিয়া নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ পত্রের মধ্য দিয়া, নাটকের মধ্য দিয়া যে ভাব বিস্তার লাভ করিতেছিল, সঙ্গীতের মধ্য দিয়াও

সেই ভাব দেশের হৃদয়ের মধ্যে খেলা করিতে লাগিল। নানা প্রকার জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় সৈনিকদের মনে একটা নূতন ভাব আনিয়া দিল, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার সময় সেই গান গাহিতে গাহিতে চলিত।

সাহিত্যের মধ্য দিয়া যখন এমন ভাবে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন চতুর্দিক হইতে নেতৃবৃন্দ তাহাদের অগ্নিময়ী বক্তৃতা দিয়া জনসম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। এই সমস্ত বক্তার মধ্যে Mirabeau সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। Vineccenuesএ কারারুদ্ধ হইয়া আভিজাত্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার ঘৃণা আরও বর্দ্ধিত হইল। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি যে অগ্নিময়ী বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরদিন উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। আরও অনেকে অগ্নিময়ী বাণীর প্রচারে জনসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন এই সকল বাগ্মীদের মধ্যে সকলের শেষে আবির্ভূত হন।

এমনিভাবে রুশো ও ভল্টেয়ার যে মহাব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন, দিন দিন দলে দলে অনেক মহাপ্রাণ নিজেদের আহুতি দিয়া সেই মহাব্রত উদযাপন করেন। জাতীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রতিদিন নূতন ভাবুকতা

বহিয়া আনিয়া দেশবাসীর কানে কানে অনেক নূতন আশার কথা বলিয়া যাইত। রুশোর কল্পনার রঙীন তুলিকা তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে এক নূতন সমাজ ও শাসন-তন্ত্রের ছবি আঁকিয়া দিল, তাহারা দলে দলে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইল। এমনিভাবে রুশো সাহিত্যের মধ্যে বিপ্লবের এক বিরাট উদ্যোগপর্ব্ব সমাধা করিলেন। অন্তর্জ্জগতের বিপ্লব এমনিভাবে গড়িয়া উঠিল, সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষায় প্রকৃত বিপ্লব কিছুদিন পরে ধ্বংস ও সৃষ্টির এক তাণ্ডবলীলা প্রকট করিয়া জগতের সমস্ত অত্যাচারী আভিজাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। Equality, Fraternity and Liberty—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নূতন বাণী বহন করিয়া ধীরে ধীরে ফরাসীদেশে এক বিরাট বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল।